নিবেদন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্, এ, প্রণীত।

"মিলন" কার্য্যালয়,
২৫।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,
কলিকাতা।

১৩১৮

ভূমিকা।

"নিবেদনের" কবিতাগুলির ভাব সাধারণের নিকট একটু কঠিন মনে হইতে পারে, তাহার প্রধান কারণ এই যে 'সত্য'কে যে ভাবে অনুভব করা হইয়াছে অল্প মাত্র বসন ভূষণ লইয়াই তাহাকে সেই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে; গোপনতার কুঞ্জ নয়নাভিরাম বটে কিন্তু সেখানে 'সত্য'কে খুঁজিয়া পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হয়; সেখানে যে আনন্দ হয় তাহা সত্যানুভবের বলিয়া মনে হইলেও অনেক সময়েই কুঞ্জভ্রমনের পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের বিশ্বাস যে অল্পমাত্র বসন ভূষণেও 'সত্য' বোদ্ধা সুজনের মনে কাব্যরসের উৎপাদন করিয়া তাহার মধ্যে নিজেকে অক্ষুন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, দর্শনে রক্ত মাংস স্নায়ু অস্থি মজ্জা প্রভৃতি দিয়া যে ভাবে পরস্পর সম্বন্ধভাবে 'সত্যে'র গঠন দেখাইতে যত্ন করা হইয়া থাকে এখানে সেরূপ কঠোরভাবে সত্যকে দেখাইতে যাওয়া হয় নাই; সমস্ত অবয়বের সহিত তাহার যে চিত্রটি চোখের সামনে আসিয়াছে তাহাই আঁকিতে চেষ্টা করা হইয়াছে; রসই যখন কাব্যের নিয়ামক তখন সেই রসস্বরূপের অনুভূতির যথার্থ চিত্র রসিকের নিকট মধুর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; এ শ্রেণীর চেষ্টা আমাদের ভাষায় এই প্রথম তাই এত কথা বলিলাম; আশা করি বিজ্ঞ রসিক মাত্রেই ইহার আদর করিবেন।
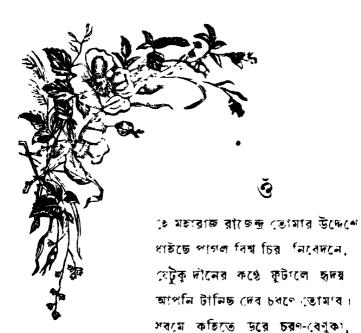
২৫শে বৈশাখ, ১৩১৮।

"মিলন" কার্য্যালয়,

২৫।. গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,

কলিকাতা।

বিনত

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

ওঁ

হে মহারাজ রাজেন্দ্র তোমার উদ্দেশে
ধাইছে পাগল বিশ্ব চির নিবেদনে,
যেটুকু দীনের কণ্ঠে ফুটালে হৃদয়
আপনি টানিছ দেব চরণে তোমার।
সরমে কহিতে ডরে চরণ-রেণুকা,
অগ্রজ রবীন্দ্রে দেও প্রথম আশীষ।

আনন্দম

আনন্দম্

আনন্দম্।

হে রবি হে কবিবর! লহ নমস্কার।
জগতের সুপ্ত প্রাণে ছিল কোন ব্যথা
নিভৃতে নিশার ঘোরে আছিল ভুবন,
নিশীথ-তিমির ছিল রুধিয়া দুয়ার;
এসেছিল হাসি হাসি জোছনাসুন্দরী
পরিয়া তারার মালা, চাহি চারিদিকে
চুমেছিল থাকি থাকি সাগরলহর,
কাননকুন্তলব্যাপী শেফালিকারাজি
অভিসার-যোগে যেন ফুটিয়া উঠিত,
অজ্ঞাত পুলকে ধরা হত কণ্টকিত।
মৌন অভিসারে তুমি লভিয়া জনম
নীরবা রাগিণী আজি সরবা করিলে,
আপনি নীরব হলে ভুবন ফুটিল,
জাগি জাগি বলি ধরা স্বপনে জাগিল।

নিবেদন।

১
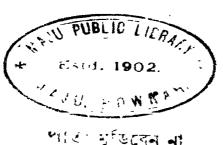
যাত্রা।

কত ক্ষুদ্র কত খণ্ড আছি কত দূরে
বালুর বালুকাসম না হয় প্রমাণ ;
জলবিন্দু সম আমি নাচিয়া নাচিয়া
চলেছি বিপুলস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া,
লুঠিয়া নদীর বক্ষ চুমিয়া ধরণী,
হাসিয়া ধবল ফেনে চাহিয়া আকাশ,
স্রোতে স্রোতে চলিয়াছি ছুটিয়া ছুটিয়া ;
কোথা যাই কেন যাই না জানি সন্ধান,
যাই শুধু এই জানি, বিপুল প্রয়াণ।
একদিন গিরিগাত্রে ঠেকেছিল স্রোত,
জানি না কাহারে বলে সুপথ বিপথ,
ফিরিল নদীর গতি ফিরিলাম আমি
চলিলাম মহারবে প্রান্তর বিদারি ;
সুন্দর শ্যামল এক তৃণশষ্প মোহে

নিবেদন

রহিলাম লেগে তাহে শূন্য তটভূমে,
শুকাল শ্যামল তৃণ শুকালাম আমি
উড়িনু আকাশপথে নাহি দিবাযামী ;
মিলিনু নদীতে পুনঃ চলিনু ভাসিয়া
ঠেকিয়া ঠেকিয়া আমি লুঠিয়া লুঠিয়া ;
একদিন দেখিলাম হর্ষে মোর বুক
আথালি পাথালি করি ফাটিয়া উঠিছে,
সম্মুখে চাহিয়া দেখি অতুল অপার
রয়েছে সাগরবারি চাহিয়া আমার ।

২০শে পৌষ ১৩১৭,
রাজসাহী, ষ্টীমার-পথে ।

১

সুখী।

একেলা সাগর পারে করিব গমন
মনন করিয়াছিনু, তাই বন্ধুজনে
ডাক দিয়া কহিলাম শুনহে বচন,
যাব সিন্ধুপারে আমি শুনেছি বারতা,
যাবে যদি ত্বরা করি চল মোর সাথে,
উড়িয়া চলিব মোরা অনন্তের পথে ;
উঠিতে উঠিতে মোরা উঠিব আকাশে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা পাইব সকাশে ;
মোদের জ্যোতির কাছে ক্ষীণপ্রভ হয়ে
মলিন হইয়া তারা রবে পিছে পড়ে ;
নাচে গানে মত্ত সবে বাহির দলানে,
আমরা চলিয়া যাব ভিতর উঠানে ;
প্রভুর পায়ের তলা লাগিয়া লাগিয়া
দেখিব অমৃত আছে ফলিয়া ফলিয়া ;

নিবেদন

অমৃত খাইলে মোরা অমৃতেই রব
তাই তাহা ছাড়ি মোরা আরও দূরে যাব.
মৃত সাথে যোগ রাখি অমৃত হইব
উড়িব আকাশে তবু নীড় পানে চাব ;
প্রভুর পায়ের তলা ছুঁইব বলিয়া
যাব আমি ছুটি ছুটি সরিয়া সরিয়া,
প্রভু ও আমারে পুনঃ ছুঁইয়া ছুঁইয়া
যাবেন তাঁহার পথে উধাও হইয়া ;
হেনকালে বন্ধু মোর কহিল ডাকিয়া,
উৎসাহ আমার আছে যাব তব সাথে :
প্রসারিতে পক্ষ যবে প্রয়াস করিনু
চঞ্চুপাশে বিম্বফল লভিয়া সহসা
কহিল পাইনু আমি বসিয়া বসিয়া।

২৫শে পৌষ,
লালবাগ

৩

উদ্‌ভ্রান্ত।

আহার অন্বেষে তুমি বাহিরিয়া পথে
হারাইলে পথ হায় ছুটিতে ছুটিতে,
ভাবিলে বিশ্বের ফল তোমার লাগিয়া
রচেছেন বিধি বুঝি বসিয়া বসিয়া,
সুতার অমৃত ফল সে তোমার নয়;
সুখশান্তি লোভে তুমি যে ফল খাইলে
সে ফলে আছিল কীট দংশিল গলায়,
যাতনায় কষ্ট পেয়ে গেলে অন্য নীড়ে
বাহির করিয়া দিল ঠোকরে ঠোকরে;
তবু আশা আছে তুমি হয়ো না নিরাশ,
যেথা ইচ্ছা করে তব সেথা চলে যেও
শীতের শিশির ভূমে নিশি গোঁয়াইও,
যখন বাসনা হয় ফিরিয়া চাহিও;
দেখিবে পাতার নীড় শুকায়ে শুকায়ে
স্পন্দিত হতেছে বন্ধু তোমারে চাহিয়া।

২৫শে পৌষ,

লা[illegible]

৪

আশা।

এত নীচে আছি তবু আশা কত দূরে
কতদূর, যতদূর জানিনা কোথায় ;
কত নিম্নে ধরাগর্ভে ক্ষীণা জলধারা
আশা করে, একদিন আপন গৌরবে
ভেদিয়া পাষাণ বক্ষ হইবে বাহির ;
স্থানু সম জীর্ণ বৃক্ষে শুষ্ক সরসতা
ভাবে আমি একদিন বসন্ত হাওয়ায়
হইয়া সুরভি পুষ্প হইব বাহির,
গন্ধে অন্ধ হয়ে যাবে সকল বাতাস,
বলিবে খাইয়া ফল অমৃতের বাস ;
কেন এত দূরে থেকে চাই এত দূরে,
ধূলার সাহস হয় উঠিতে আকাশে,
জলবিন্দু চলে মহাসাগর সন্ধানে !
নিজে তুমি মোর বুকে বাঁধিয়াছ বাসা
নিজে তুমি টান তাই আমি বলি আশা।

২৫শে পৌষ,

লালবাগ।

৫

চাওয়া

কি যে কেন চাই জানি না,
তাই কি যে কেন পাই বুঝি না ;
তাই সকল দুয়ার ঘুরে
আমি ফিরি আশার ফেরে,
যা পাই তাই নিয়েই আমি
খুঁজি আমার চাওয়া।

কোথা থেকে সাড়া আসে
সে যায় বা কত দূরে,
কিসের কি গান জেগে উঠে
গেছে আকাশ ভরে,
জেনেও আমি জানি না
তাই আছি মূঢ় হয়ে।

১

নিবেদন

গূঢ় কথা জানি না তাই
চলি আপন মনে,
গূঢ় যে সে আপন গোপন
ফুটিয়ে তুলে আনে।

সে আপন পথে চলে যাবে
তার নাইক কোন বাধা,
সকল বাধার মাঝে মাঝে
নিজেরই সুর সাধা।

কি যে ছিল চাওয়া
তা কেবা কখন্ জান্ত,
পাওয়ার মাঝে পেয়ে
তবে পাওয়া গেল অন্ত।

বেদনা যখন জাগে সেথায়
আমার চাওয়া জাগে,
তাঁরই পাওয়ার অঙ্গরাগ
আমার পাওয়ায় লাগে ;

আমার চাওয়া ছুটে চলে
অজানা তার পথে,
প্রতি পদে পদে ফোটে
পাওয়া শতে শতে ;
তাই চাওয়ার মাঝে
চাওয়া খুঁজে
যত ঘুরে গেলাম,
আমার সাত রাজার ধন মানিক
আমি পাওয়ার মাঝে
পেলাম।

২৫শে পৌষ, লালবাগ।

৬

ইচ্ছা।

আশা দিক্, তাহা দিবে পথ দেখাইয়া,
ইচ্ছা টানি লবে তোমা তার মধ্য দিয়া ;
আশায় ইচ্ছায় হয় একাত্ম মিলন.
একেরে ছাড়িয়া কভু আর নাহি হয়।
কোরকের আশাপথ কুসুম চাহিয়া,
ইচ্ছা তার দলগুলি দেয় ফুটাইয়া ;
যেথা কর্ম্ম সেথা ইচ্ছা এইত সময়,
মধ্যাহ্ন গগন চাহি সূর্য্যের উদয়।
আশার সকল দেহ সম্ভোগ করিবে
গায়ে গায়ে বুকে বুকে মুখে মুখ দিবে,
তাইত চলিছে ইচ্ছা আপনা হারায়ে,
আশার বুকের মাঝে আপনা লুটায়ে।

নিবেদন

আছ তুমি আশা হয়ে অনন্ত সাগরে,
তাই ক্ষুদ্র ইচ্ছা চায় তোমা ধরিবারে
অনন্ত হইয়া দেও পথ দেখাইয়া.
অন্ত হয়ে যাও তুমি লভিয়া লভিয়া ;
তাইত চলিছে আশা ছুটিয়া ছুটিয়া.
পিছু পিছু ইচ্ছা চলে ছুঁইয়া ছুঁইয়া,
উভয়ে অনন্ত, তাই উভয়ে ছুটিবে,
একে আর মধ্য দিয়া আপনা পাইবে

২৬শে পৌষ,

লালবাগ।

৭

লজ্জা।

ফোটে ফোটে ফোটে কিন্তু ফুটিতে না চায়
অরুণকপোলা বালা তারে লজ্জা কয়।
হয় হয় মুখখানি হয় না বাহির,
আবরণে ঢাকা যেন সকল শরীর,
অঙ্গের লাবণ্য বুঝি ফুটিয়া উঠিয়া
চকিত সঙ্কোচে পুনঃ আপনি লুকায়;
প্রকাশ শরীর, তবু বাধাতে জড়িত,
মিলন চাহিয়া যেন মিলনে বঞ্চিত;
একেবারে দিত যদি আপনা ছাড়িয়া
কেমনে সম্ভোগ হোত ঘুরিয়া ফিরিয়া;
তাই সরমের বাধা নাচিয়া নাচিয়া;
বধূ অঙ্গে রঙ্গে ফেরে লাগিয়া লাগিয়া;
যতবার প্রভু নিজে কোলে নিতে চায়,
পরতে পরতে বাধা নিজে খুলে যায়;

বাধা আছে বলে এত প্রেম পরকাশ,
বাধার বাহিরে লবে প্রভুর প্রয়াস ;
প্রভুর অলক কভু তিলক পরশে,
কভু মোর অঙ্গ নাচে অঙ্গের হরষে,
বাধা হতে ক্রমে ক্রমে ক্রমশঃ প্রকাশ,
লাজ ভাঙিলাম বলি প্রভুর উল্লাস ;
সরমের বাধা আছে জড়াইয়া অন্ত,
ধীরে ফুটাইয়া আনে প্রেমের বসন্ত ;
চুমে চুমে লাজ প্রভু ভাঙ্গাইয়া দেয়,
পুনঃ লাজ ঘুরে ফিরে আন দিকে যায় ;
এমনি করিয়া দোলে প্রেমের তরঙ্গ
জলে স্থলে নানাচিত্রে মিলন বিচিত্র।
অঙ্গে অঙ্গে লাজ মোর কভুনা টুটিবে
চিরকাল বঁধু মোর লাজ ভাঙ্গাইবে।

২৭শে পৌষ,
লালবাগ।

৮

মান।

অহঙ্কার প্রেমরসে রসাল হইয়া
দেখা দেয় মান রূপে; গোপনে লুকায়ে
বীজ আছিল মুকুলে, বৈশাখী মলয়
বায়ে বাড়িয়া বাড়িয়া যতই চলিল
ফল সরস হইয়া, অম্লহতে ক্রমে
মধু ক্রমশঃ সৌরভ, ছাইল সকল
বন তাহার গৌরব; ধীরে ধীরে বীজ
বাড়ে ক্রমে হয় ঘন, সুকোমল শুভ্র
হতে ক্রমশঃ কঠিন; নানা রসে ফল
যত আপনা মজায়, বীজ নানা ভাবে

I

নিবেদন

তত আপনা দেখায় ; বঁধুয়া পরাণ
মোর, আমি তাঁর দাসী, আমি সাজ ফুল
তাঁর, আর সব বাসি ; যেখানে বঁধুয়া
মোর সেই খানে আমি, তাঁহারেঁ যে বাসে
ভাল, যেথা তাঁর রাস, তাঁহার উল্লাসে
হয় যাহার উল্লাস, তাঁহা সবাকার
মাঝে আমারে হেরিব, আপনা উদার
করে বঁধুরে মজাব ; ইহা নাহি ভাবি
ভাবে, নিজজন আমি, অন্যজনে প্রভু
কেন চুম দিবে তুমি ; 'আমারই তুমি'
বলি বঁধুয়া চুমিল, 'আমারই তুমি'
বলি রুধিয়া দাঁড়ালে ; নিজেরে তরল
করি সকল অঙ্গেতে না পারিলে তুমি
তারে রসে মজাইতে ; চুমিতে আসিলে
বঁধু কঠিন হইয়া, আঁটি দিয়ে দিলে
তাঁর জিভ ঠেকাইয়া ; আপনা বলিয়া

নিবেদন

তাঁরে ভালবেসেছিলে, আপনারে তাঁর
মাঝে ধরা নাহি দিলে, তাইত বঁধুয়া
আসে ধাইয়া ধাইয়া, পুলকে ভরিয়া
তোলে চুষিয়া চুষিয়া ; দূরে গেল আঁটি
তার শুষ্ক কঠিনতা, যাহা এতকাল
রুধিয়া রাখিয়াছিল বঁধুর আস্বাদ,
তবু এতকাল তাহা বহিয়া বহিয়া
এনেছিল চুমো তাঁর টানিয়া টানিয়া ;
আমার সকল রস আপনা হারায়ে
বঁধুর আস্বাদে আজ দিল লুটাইয়ে।
আজ হল অবশেষে মিলন পূরণ
রসে রসে মিলে হোল ভূমা আলিঙ্গন।

৯

বিনয়।

কথা নাহি কয়, রয় দূরে দাঁড়াইয়া,
তবু মৌন মুখরতা সকল জানায় ;
কত ঊর্দ্ধে চাহি চক্ষু হয় সঙ্কুচিত,
তবু প্রেমে প্রেমে যেন ভরিয়া ভরিয়া
স্নিগ্ধ দৃষ্টি কেঁপে ওঠে থাকিয়া থাকিয়া,
যেন সবাকারে দেয় প্রেম আলিঙ্গন,
রহিয়া রহিয়া যেন করিছে চুম্বন ;
বাহিরের পরিমাণ দিয়া নাহি চাহে
করিতে নির্ণয় উঠিয়াছে কত দূর,
আপনা বুকের মাঝে পেয়েছে সন্ধান
দূর যে সে দূর কতদূর, যতদূরে
ওঠে তত দেখে দূর যে সে ক্রমশই
হতেছে গভীর, তাই ক্রমে আপনারে
নীচ বলি মানে, তবু জানে নীচ বলি

নিবেদন

নীচ না রহিব, একদিন একদিন
উঠিব উঠিব, ক্রমশঃ আদর্শ ওঠে
হাঁসিয়া হাঁসিয়া সকল ভুবন খানি
ব্যাপিয়া ব্যাপিয়া, সেও ক্রমে হয়ে গেল
ভূমা অবসান ; তৃণাদপি সুনীচেন
তবু রয়ে গেল, খণ্ডরূপে প্রভু পুনঃ
বিনয় যাচিল, তাই কলসীর ব্যথা
বারে বারে পেয়ে তবু ফেরে দ্বারে দ্বারে
প্রেম বিলাইয়া ; ক্ষুদ্রসাথে আপনারে,
চেতনা নবীন পেয়ে, মিলাইয়া নিল
আপনা হারায়ে পুনঃ আপনা লভিল।

রাজসাহী।

১০

ভয়।

শুষ্ক চক্ষু, একেবারে হতাশ তারকা,
ঘর্ম্মসিক্ত সব কলেবর, মুখামৃত
গিয়াছে শুকায়ে, তাই শুষ্ক জিহ্বা করে
হাহাকার অনিবার ; মৃতব্যক্তিসম
মুখ বিবর্ণ মলিন, রোমগুলি আছে
উচ্চশিরে, দুরু দুরু কাঁপিতেছে হিয়া,
অচল চরণ রয় স্তব্ধ দাঁড়াইয়া,
কিম্বা ছুটে চলে, যেথা নিয়ে যায় তার
চরণ দুখানি ; মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে
মুখ ফিরাইয়া, কি দেখে যে সেও নাহি
জানে, কলের পুত্তলী সম যেথা নিয়ে
চলে তারে স্নায়ুর মণ্ডলী সেইদিকে
ছোটে অনিবার, নাহি ভাবে একবার
কোথা হতে কেন হল নিবৃত্ত হৃদয়,
কত শক্তি ধরে তার কোথায় সঞ্চার,

নিজে কত বড় তাহা বারেক না ভাবে,
চিন্তা তারে গিয়াছে ছাড়িয়া, মোহ তারে
চলেছে টানিয়া, তাই পাগলের প্রায়
চলেছিল ছুটিয়া ছুটিয়া, কোথা যায়
কেন যায় পথ নাহি চিনি ; খণ্ড তারে
বড় বলে করেছিল মনে, তাই তার
ভূমার অক্ষয় পুরী ছিল রুদ্ধ দ্বার ;
নিজ শক্তি নিজ কোথা না করি সন্ধান
গেছিল হারায়ে মূঢ়তার অন্ধকারে ;
তাই যত গর্ব্ব যার তত তার ভয়।
এক শক্তি হতে মোরা সবে শক্তিমান
নবশক্তি দেখি কেন হইব ব্যাকুল
মহাদুর্গ আছে পিছে, কেন নাহি হব
আগুয়ান, নবশক্তি জাগিবে অন্তরে ;
বজ্র আসে দেখি বুক পাতিয়া রাখিব,
বজ্রপেতে নিলে বুক বজ্র হয়ে যাবে।

৫ই মাঘ,
রাজসাহী

১১

বৃথা চিন্তা।

নানা লোভ নানা পথ দেখাইয়া দেয়,
কোন্ দিকে যাব মোরে কে দিবে উত্তর ;
জানায় প্রেরণা মোরে যাব বহুদূর,
কোন্ পথে গম্যস্থান সুগম হইবে.
কোন্ ক্ষেত্রে ব্রতসিদ্ধি অনায়াসে হবে
জানিনা, ব্যাকুল হয়ে ডাকিলাম তাই,
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মোর তিলেক না ভাবি,
যে পথে সহজে পাবে টেনে লও মোরে,
করজোড়ে নয়নের জলে মাগিলাম
নয়নে নয়ন ; কহিলাম শুষ্ক কণ্ঠে,
হে বঁধুয়া মোর, সুখের সুষমা ক্ষেত্রে
নাহি ইচ্ছা বঞ্চিবারে দিবস রজনী,
সব কেড়ে নিলে যদি সহজে পাইব
কেন বৃথা অভিমানে দিন গোঙাইব ;
হাঁসি কহিলেন প্রভু, সে চিন্তা আমার,
আমি কহিলাম পিতা দিনু নমস্কার।

৫ই মাঘ,
রাজসাহী।

১২

উচ্চ আশা।

উচ্চ বলি মানে যাহা লোকে, তারি আশা
উচ্চ আশা ঘোষণা জগতে, তাই আমি
উচ্চ কি যে না করি নির্ণয়, ধরিবারে
নারি কোন পথ আপনার শ্রেয় বলে ;
ধায় সবে ধনলোভে দেখি ছুটিলাম
ধন ধন বলি, বহুক্লেশে গিরিশৃঙ্গ
আরোহণ করি ভাবিনু পাইব আমি
ধনের সন্ধান, যাহা পাইলাম তাই
ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখিলাম, পাইয়াছি
যাহা, নাহি প্রয়োজন বলি রেখেছিল
বহুদিন মাটির ভিতরে বিধি তারে
নিজ হাতে প্রোথিত করিয়া, খেলাঘর
সাজাবার তরে এনেছে মানুষ তারে
বাহির করিয়া, তাই দিয়া করে বিকি
কিনি, আনে ভূরি ভূরি তুলা কাষ্ঠ মাটি
জন্তুলোম কীটতন্তু লোহা তামা কাঁসা,

তাই যার বেশী আছে সেই নাকি ধনী ;
আনে যাহা কত কষ্ট করি দেয় তাহা
দুই হাতে ভূতলে ছড়ায়ে, ধন তবে
রহিল কোথায়, আনিয়া ছড়াব পুনঃ
আনিতে ছুটিব, ইহাতে হইতে পারে
বালকের সুখ মাটি লয়ে ধুলোখেলা,
তাই সাধ কভূ না মিটিবে, বেলাভূমে
ধূলিমুষ্টি করিয়া গ্রহণ নিক্ষেপিয়া
ভূমিতলে তারে কেবা কবে করেছিল
আকাঙ্খা পূরণ, কিন্তু তারে তাই বলে
উচ্চ না বলিব ; যশ লাগি ছিল বড়
আশা, ফিরিলাম দ্বারে দ্বারে, বহুকষ্টে
চেষ্টা করি করিলাম স্থির, প্রশংসার
মধুবারি পান করি আমি তৃষা মোর
দিব মিটাইয়া, বড় সাধে বাড়াইনু
মুখ, চমকিয়া চেয়ে দেখিলাম, নহে
সে অমৃতবিন্দু, মতিভ্রম মোর, লালা
বারি হতেছে নির্গত, বাঁচালে বলিয়া
আমি আসিলাম দূরে, উচ্চ কোথা বলি
পুনঃ ভাবিতে লাগিনু, হেন কালে উচ্চ

মোরে কহে ডাক দিয়া, চেয়ে দেখ হেথা
তোর হৃদয়ে দাঁড়ায়ে, আন দিকে ঘুরে
কেন মর পথ ভুলে, হৃদয়ের দ্বার
খুলে দেখ চক্ষু মেলে, ক্রমশই উচ্চ
যে সে আপনারে করিছে বিকাশ, তাই
উচ্চ উচ্চ বলি যত পেতে চাবে তত
উচ্চ উচ্চ ক্রমে আরও দূরে যাবে,
আপনার উচ্চ নাম স্বার্থক করিতে
ক্রমশই উচ্চে হবে তোমার আহ্বান,
সত্যের প্রমাণ হবে বিজয় নিশান।

৫ই মাঘ,
রাজসাহী।

১৩

সার্থকতা ।

সুরভি আমার কেন তুমি লুটাইয়া
দিবে প্রিয় অজানা পবনে, পিও সখা
নিজে সাধ মিটাইয়া, আর ডাকি দেহ
তারে যারে ভাল জান, প্রেমকলি মোর
ফুটিয়াছে তোমা লাগি, কহ অন্য জনে
আমি কেমনে তুষিব, কেমনে সহিব
আমি ভ্রমর দংশন ; সরমে পাতার
তলে মুখ লুকাইয়া গাব তব প্রেম
গাথা আপন হরষে, করিলে পরশ
হাওয়া, শিহরি উঠিব কিন্তু প্রেমে না
ঢুলিব ; যত মধু আছে ওগো আমার
অন্তরে সঞ্চিয়া রাখিব, তুমি বঞ্চিও
রজনী ; চরণরেণুকা করি যাদের
রাখিবে তারা মাত্র বুকে মোর চুমিয়া
রহিবে, তাই বলি ছড়ায়োনা সুরভি
সুদূরে ; মিনতি করি চরণে তোমার
লাজ না ভাঙিও মোর কভু আনজনে ।

৬ই মাঘ,
রাজসাহী

১৪

স্ত্রীলোকের রূপ।

হেলাইয়া অঙ্গলতা এলাইয়া বেণী
জিনিয়া কনকচাঁপা অঙ্গের বরণ
বসেছিল পরমা রূপসী, যেতেছিল
বায়ু তার পরিচয় ছলে ধেয়ে ধেয়ে
ধীরে ধীরে অলক দুলায়ে, বিম্বাধরে
যেতেছিল রাখিয়া রাখিয়া প্রাণভরা
সরসতা চুমিয়া চুমিয়া, কৃষ্ণতারা
রেখেছিল তারকার নয়নে নয়ন ;
বিহ্বল হইয়া আমি ছুটে কাছে গিয়ে
মুগ্ধনেত্রে রহিলাম মুখপানে চেয়ে ;
বহুক্ষণ পরে দেবী চক্ষু ফিরাইয়া
দুগ্ধধারা সম সুপবিত্র করে মোর
নিকৃষ্ট বয়ান জিজ্ঞাসিল বীণাস্বরে,
কি চাও পথিক, কেন মুখে চেয়ে আছ
পলক না নড়ে যেন, কিসের উচ্ছাস,
দেখিলাম পাঁতি পাঁতি খুঁজিয়া অন্তরে

হেতু কিছু না পাই সন্ধান, কেন তৃষ্ণা,
কি লাগিয়া মুগ্ধভাবে আছি দাঁড়াইয়া,
যতবার জিজ্ঞাসি অন্তরে, কি লাগিয়া,
কেন, সেও ফিরাইয়া বলে, কহিলাম
অবশেষে শুনলো সুন্দরি, নেহারিয়া
সুন্দর তোমারে হয়ে গেছি মুগ্ধ আমি
জনমের মত ; সুন্দর হেরিয়া যদি
আছ দাঁড়াইয়া কি লাগিয়া মোর প্রতি,
সুন্দর কি দেখ নাই কভু, হের ধীরে
আসিতেছে দিবস ললনা কৃষ্ণঅঙ্গে
দিবসের হের আলিঙ্গন, দিবসের
আরক্তকপোল এই দেখ লাগিয়াছে
নিশার কুন্তলে, গোধুলির হইয়াছে
কুঙ্কুম লেপন, দুইতারা শত তারা
হয়ে প্রেমে প্রেমে চুমো দেয় হের শত
বার, জোছনার ধবল অঞ্চল আনে
ধীরে উড়াইয়া গায় দক্ষিণা পবন,
কহ দেখি এর চেয়ে আমি কি সুন্দর,
লাজে মাথা নীচুকরে রহিনু ভূতলে।

৬ই মাঘ,
রাজসাহী।

১৫

পতন।

বায়ু আসি পরশি ভূতল উড়াইয়া
নিল ধূলা আপন অঞ্চলে, ধূলা ভাবে
উঠেছি আকাশে, সূর্য্য হতে মোর আর
অল্প ব্যবধান, মোর অরুণিমা লেগে
হইয়াছে আকাশের বদন লোহিত,
কত উচ্চে ছিল মোর শ্যামা বনরাজি
সবারে ছাড়ায়ে আজ মোর অভ্যুদয়,
আপনার গৌরব অতুল না জানিয়া
ছিনু আমি পড়ি ভূমিতলে, এবে এত
নীচে হের পৃথিবী আমার, কোনদিন
ছিনু আমি পৃথিবী উপর একথা কি
কভু কেহ কল্পনা করিবে, চন্দ্রসূর্য্য
প্রতিযোগী এবে মোর, আমার মিত্রতা
হবে তাহাদের সাথে, ভয়ে ভয়ে পৃথ্বী
তবে মোর চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিবে
তবু ফিরি না চাহিব, বিধির বিধান,
হেন কালে বায়ু ক্রমে ধীরে এল পড়ে
নামিল মাটির ধূলা মাটির উপরে।

৬ই মাঘ,
রাজসাহী।

১৬

সাধু ইচ্ছা

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি আপন নিয়মে
সাধু ইচ্ছা দেখা দেয় অন্তর ভিতরে
রতন মানিয়া তারে রাখিও যতনে,
কে জানে পাপের মলা যাবে কোন্ ছলে
কোন্ লৌহ সোনা হবে মণির পরশে,
দূর্বল ভঙ্গুর যাহা কোন্ ভাবে যাবে
তাহা কে করে নির্ণয় ; অন্ধকার যদি
চিরকাল ধরে থাকে সূচিভেদ্য হয়ে
তবু তারে ক্ষণিকের আলো করে দূর ;
গ্রীষ্মে জলে শিশিরে ভিজিয়া এসেছিল
ছুটিতে ছুটিতে সারাটি বছর যেন
অতিজীর্ণ হয়ে, শ্যামল চিকুরজাল
শুষ্ক পক্ক হয়ে ঝরেছিল ভূমিতলে,
মরণের সকল দীনতা এল ধীরে
চারিদিকে ঘিরে, হেন কালে মধুবায়
বারেক ছুঁইয়া গেল হৃদয় তাহার,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরি উঠিল, পুনঃ তার
যৌবন ফিরিল, পিককুল কলকণ্ঠে
জয়গীতি গেয়ে তার অভিষেক কৈল।

৬ই মাঘ,
রাজসাহী।

১৭

শুকতারা বা বিধি।

নীরব নিবিড়নীল আকাশ জলধি,
অন্ধকারে ঘিরেছে নয়ন, চারিদিকে
পথ গেছে আপনা হারায়ে, জাগে শুধু
শুকতারা পথ দেখাইতে, আসে সূর্য্য
অনন্ত হইতে অনন্ত সাগরবারি
মন্থন করিয়া, কল্লোল তাহার ধরা
গায়ে লাগি পিককণ্ঠে শতকণ্ঠে হোল
মুখরিত, ফেন তার প্রবল উচ্ছাসে
আপনারে ধরাবক্ষে ছড়াইয়া দিয়া
উষা বলি আপনারে পরিচয় দিল ;
কাল যবে হোল সমাগত সেই শুকতারা
তারে দেখাইয়া দিল, এই পথে হবে
তব মহানিষ্ক্রমণ, শোকে দিক্ করে
হাহাকার, বুকফাটা রক্তে তার ভিজে
গেল সকল শরীর, গাভীগণ ছোটে

চারিদিকে, ধূলিধূম্র হইল গগন,
তবু শুকতারা স্থির অচল অটল,
চন্দ্রে দিল পথ দেখাইয়া, প্রেমে
তুমি করিও পালন, যে যাবার সেই
যাবে, নূতন আসিবে, ভাঙ্গিবে পুরোণো
স্বপ্ন নূতন জাগিবে, এই কথা বলি
অস্তাচলে নিজে শুক্র করিল প্রয়াণ।

৭ই মাঘ,
রাজসাহী।

১৮

আলো।

নীরবে আকাশ ছিল নিশীথে ঘুমায়ে,
অন্ধকার ঘিরেছিল দিশার বয়ান,
নানা স্বপ্ন নানাদিকে হৃদয়ে তাহার
ফুটিতে লাগিল ক্রমে তারায় তারায়,
আর কিছু ছিল না সম্পদ, তাই তাহা
বহুমনে করে রেখেছিল চেপে চেপে
অতি সযতনে, চকিতে কোনটি যদি
যাইত ছুটিয়া, দীনতার অন্ধকারে
লেগে, মনে হোত গেল যেটি সেটি বুঝি
সবচেয়ে অধিক উজ্জ্বল, কারু সাথে
কার কোন ছিল না সংযোগ, বহুভেদে
ভিন্ন তারা ছিল যেন স্বতন্ত্র স্বাধীন ;
সহসা কৃপার বায়ু পরশ করিল
দিনালোকে সব তারা মিশাইয়া গেল।

৭ই মাঘ,
রাজসাহী

১৯

ভাঙ্গাবুক ।

চোখভরা নিয়ে অশ্রুভার কোয়াশায়
মুখখানি করিয়া মলিন এসেছিল
শীত একদিন, উত্তরাবায়ুতে তার
আঁচল উড়ায়ে ফেলেছিল আমাদের
গায়ের উপর, শিহরিয়া উঠেছিনু
সবে, সারানিশি তার কেটেছিল কেঁদে
কেঁদে তৃণশয্যাপরে, প্রভাতে আসিয়া
সূর্য্য নলিনীবান্ধব বহু অনুনয়ে
দিত যদি অশ্রু মুছাইয়া পুনঃ অশ্রু
উথলি উঠিত, বেদনার ভাঙ্গাবুক
দেখে লাজে সূর্য্য পলাইয়া যেত দূরে,
দুঃখের তিমিরে শীত ডুবিয়া যাইত ;
একদিন পিককণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে

নিবেদন

সহসা আসিল হেঁসে বসন্ত সুন্দরী,
দক্ষিণা পবন তার সুরভি লুটিয়া
সুরভিত কৈল ফুলবন, প্রেমে কলি
ফুটিয়া উঠিল, মৃতপ্রাণ যাহাদের
ছিল, মর্ম্মে মর্ম্মে বাঁচিয়া উঠিল, শুধু
মরমে মরমে শীত ঝরিয়া পড়িল।

৮ই মাঘ,
রাজসাহী।

২০

পূজা।

যে যেখানে আছরে ভাই
সাড়া যেন পাই,
মহাপূজার নিমন্ত্রণে
জেগে থেকো ভাই।

পরের বলে দিতে ভর
মা করেছে মানা,
যে যা পার নিয়ে এসো
ভাবনা করো না।

ধূলোর মাঝে মাটি চষে
বুনে দিয়ে ধান,
দিতে পার সোনা দিয়ে
ভরে মায়ের কান।

কুমোর তুমি ভালকরে
তৈরী করো হাঁড়ী,
তাতেই মার রান্না হবে
কিসের তাড়াতাড়ি

নিবেদন

তাঁতী তুমি দেখো কিসে
কাপড় হবে ভাল
তোমার বস্ত্র পরে মা'র
অঙ্গ হবে আলো।

জ্ঞানী খেয়ো আপন মনে
জ্ঞানের ভাণ্ড লুটে,
মায়ের তরে আগে কিন্তু
কিছু রেখো বেঁটে।

কবি তুমি উদাস হয়ে
আকাশ পানে চেও,
চিন্তা হবে সফল, তুমি
মার কানে গেও ;

যেথায় যত পাবে কিছু
মার নামে রেখো,
হৃষ্ট মনে রাখ্‌লে তুষ্ট
পুষ্ট হবেন দেখো।

ঐ রকমে নয় রে ও ভাই
এই রকমে সাচা
এ কথা যে বলে ও ভাই
তারি কথা মিছা ;

নিবেদন

পূজোর দিনে দিতে হবে
যথাসাধ্য দান
এই কথাটি রেখে মনে
হয়ো আগুয়ান;

নিজের দিকে চেও, হবে
মায়ের দিকে চাওয়া,
মা কেবল চান কিসে হবে
তোমার ভাল হওয়া ;

মায়ের তেজে তেজী তুমি
মার সাজে সাজ,
মায়েরই কাজ করে ভাব
করি আপন কাজ ;

মায়ের শক্তি মুছে গেলে
মুক্তি কোথা পাবে,
যে যার আপন কাজ করে যাও
মায়েরই কাজ হবে।

৮ই মাঘ, রাজসাহী।

২১

দূত।

এসেছিল শুকতারা যখন আকাশে
তখন একটি তারা হেরিনি নয়নে,
অন্ধকার ক্রমে ক্রমে ধীরে ঘিরে আসে
একা শুক কি করিবে সবে ভাবে মনে ;
আকাশের গায়ে শুক পড়িল নামিয়া
তারায় তারায় গেল গগন ভরিয়া।

৮ই মাঘ,
রাজসাহী।

২২

পেঁচা বা হতাশা।

গ্রহণ আসিল দেখি পেচক ভাবিল
এতদিন পরে বিধি শুভ দিন দিল,
মোরে সূর্য্য চিরকাল করে অপমান
সেই পাপে প্রাণ আজ পাবে অবসান,
এতদিন তারে আমি ক্ষমা করেছিনু
প্রতিদিন তার হাতে যাতনা সহিনু,
রাহু আজ অসিয়াছে মোর বন্ধুজন
হের সূর্য্য হইয়াছে মলিনবদন,
সূর্য্যগ্রাস দেখি পেঁচা হাসিয়া উঠিল
রাহুরে লবঙ্গ আনি উপহার দিল ;
হেন কালে সূর্য্য ধীরে হইল বাহির
লাজে পেঁচা অন্ধকারে ঢাকিল শরীর।

৮ই মাঘ,
রাজসাহী

২৩
আগুন।

অনন্তেতে লেগেছে আগুন তাই রাঙা
হইয়াছে উষার আকাশ, বায়ু আসে
দক্ষিণ হইতে, ক্রমে অগ্নি চারিদিকে
ঘিরে, দেখিতে দেখিতে লালেলাল হয়ে
গেল সকল আকাশ, ছুটিয়া একটি
গোলা রক্তিম বরণ, ভূতলে সলিলে
করে অগ্নি বরষণ, ফুলবনে দেখ
লাগিয়া আগুন লাল হয়ে গেল যত
পলাশের বন, নিকটে আছিল তার
অশোক কানন হাওয়ায় হাওয়ায়
তাও জ্বলিয়া উঠিল, ভ্রমর গুঞ্জনে
চট্‌পট্‌ শব্দ ক্রমে ওঠে চারিদিকে,
চেয়ে দেখি গাছের আগায় কিসলয়ে
কিসলয়ে ওঠে অগ্নিশিখা, ছাড়ি নীড়
পক্ষিকুল ধায় চারিদিকে, কণ্ঠরবে
দেশ তারা করিল আকুল ; এত অগ্নি

জ্বালিয়া বাহিরে হৃদয়ে আগুন যদি
না পার জ্বালিতে, হৃদয়ের মলিনতা
যত, নাহি যদি পার নাথ ঘুচাইয়ে
দিতে, ঘৃতের মতন তরল করিতে
যদি নাহি পার হৃদয় আমার, তবে
কিসে কিসে কিসে হবে বিশ্বের আহুতি ।

৯ই মাঘ,
রাজসাহী।

২৪

অর্ঘ্য ।

পাপকাম কতবার করেছি পূরণ,
যশ মান ধন লোভে ফিরিয়াছি কত
ঘুরে ঘুরে, মোহে কণ্ঠ গেছিল শুকায়ে,
লোভনীয় আবরণ দেখিয়া তাদের
খাইতে খাইতে যাবে পিপাসা ভাবিনু,
খেয়ে তৃষ্ণা কিছু না মিটিল, শুষ্কতায়
বুক মোর ফাটিয়া উঠিল, শান্তি আমি
নাহি পাই কোথা ; পাপতৃষা মোর দেব
করহ হরণ, কর আয়োজন মোরে
করিতে গ্রহণ, হেন বলে বলীয়ান
কর, পাপ পথে যায় কভু যদি মন,
পারি যেন উপাড়িতে মোর দুনয়ন,
দিতে অর্ঘ্য চিরকাল চরণে তোমার ।

৯ই মাঘ,
রাজসাহী ।

২৫

বিজন।

নিজ পরিজন যারা আছিল আমার
বিজনে ফেলিয়া যদি যায় তারা দূরে,
যেতে দেও তাহাদের আপন আলয়ে,
ক্ষুব্ধ তারা হোত যদি তোমার পরশে,
দিও তুমি তাদের মিলায়ে যাতে তারা
লভিবে হরষ, সাজান বাগানে রেখে
রথবাজী দিয়ে নাথ হৃদয় করিয়া
দিও তাদের সরস, দুঃখের বাতাসে
তমালতালীর নীল বনপথ দিয়া
না পারে যাইতে নাথ, সহিবারে নাহি
পারে কাঁটার আঁচড়, যাহা যেবা চায়
নাথ দিও তারে তাহা, একা তুমি এসো
মোর কাছে, নাহি এনো কোন উপহার,
বুকে বুকে আলিঙ্গনে বিজনে রহিব।

৯ই মাঘ,
রাজসাহী

২৬

বিজনের বন্ধু।

বিজনের পরিজন, বসন্তকূজন,
এস সখা মোর কাছে অঙ্গ দোলাইয়া,
নিভৃতে নিভৃতে হবে মোদের মিলন ;
যারা কাছে ঘিরে আছে মোরে, দিতে পারি
যেন আমি তাদের সরায়ে, গোলযোগে
বহু মোর নাহি প্রয়োজন ; এস নাথ
অশ্রু দিয়ে চরণ ধোয়াব, বুক মোর
রাখিয়াছি রাঙা করে বসিবার তরে,
যতদিকে প্রভু মোর আছে যত রাগ
তুলিয়া আনিয়া প্রভু তোমারে মাখাব,
যতটুকু প্রেম মোর দিয়েছ হৃদয়ে
অপেয় বলিয়া তাহা দিতে না পারিব,
মরমে মরমে মরে রব দাঁড়াইয়ে,
তখন আপনি তুমি দেবে আলিঙ্গন,
প্রেমের সাগর মোর বুকে উথলিবে,
পিয়াইয়ে পিয়াইয়ে বাঁধিয়া রাখিব,
বিজনের সখা লয়ে বিজনে রহিব।

৯ই মাঘ,

রাজসাহী।

২৭

রসময়ের সময়।

রসময় তুমি তব নাহি অসময়,
কুটিল কুপথে নাথ ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
পথহারা হয়ে আমি লাগিনু ভাবিতে,
দেখা আর নাহি হবে গিয়াছে সময়;
অবসাদে অবসন্ন বিকল চরণ,
বনের শ্যামল ঘাসে বিছানু শয়ন,
হোলনা ভাবিয়া পুনঃ ঝরিল নয়ন;
হেনকালে বুকে মোর বাঁশী বাজাইল
হরযে পরাণ মোর ফুটিয়া উঠিল;
এতদিন যতকাল খোয়া গিয়াছিল,
একতিলে আজ তাহা জীবন লভিল।

৯ই মাঘ,
রাজসাহী।

২৮

কলঙ্কী।

মোর লাগি রটে যদি তোমার কলঙ্ক,
সেই সে তোমার ভাল সুযশে কি হবে,
মোরে ছেড়ে পাও যদি বহু পুরস্কার
তাহতে অনেক ভাল সহা তিরস্কার ;
যদিও আমার মুখ বিবর্ণ মলিন
প্রেমে সখা ধুয়ে নিও হইবে নবীন,
পাপে ভরা কাদা মাখা আমার শরীর
তাই আলিঙ্গন দিতে পাও যদি ভয়
হের আসে সুধাধৌত শশি গুণমণি
কোলে তার শুয়ে আছে রজনী রমণী।

৯ই মাঘ,
রাজসাহী

২৯

দেবতা।

দেবতা দেবতা করি করে সবে নানা
কোলাহল, দেবতা কোথায় আমি পাই
না খুঁজিয়া, খুঁজিয়া দেখেছি স্বর্গপুরী,
দেখেছি সেথায় অপ্সরা কিন্নরী আর
নাচে বিদ্যাধরী, পারিজাতে পারিজাতে
ভরে গেছে নন্দন কানন, মধুমত্ত
বায়ু লোটে স্থরভি তাহার, চব্য চূষ্য
লেহ্য পেয় খাদ্য বহুবিধ যোগাইয়া
দেন মাতা স্থরভি সবারে, নানাবিধ
বসন ভূষণ, চরণ যাবক আর
সীমন্ত সিন্দূর মাগি লয় সবে গিয়া
কল্পবৃক্ষ তলে, প্রতি শাখা রহিয়াছে
বিচিত্র বিচিত্র ফলে হইয়া আনত
মনোরথ বায়ু যায় চুমিয়া চুমিয়া,
ইন্দ্রের সভায় গিয়া দেখিলাম ইন্দ্র
চন্দ্র বায়ু দেবগণে, দেবতা তেত্রিশ
কোটি দেখিলাম বারে বারে নিরীক্ষণ

করি, না হেরিয়া দেবতা আমার, ক্ষুণ্ণ
হয়ে আসিলাম ভূতলে আবার,
শুনিয়া কাঁসর ঘণ্টা ঘন শঙ্খরোল
ছুটিয়া চলিনু আমি হইয়া উত্তাল,
ধূপগন্ধে আমোদিত করি দশদিক
দেখিলাম আরতি করিছে ভক্তগণে,
পুরোহিতে ডাকিয়া কহিনু, কার লাগি
এত পূজা সাজায়ে রেখেছ, দেবতার,
বলিয়া আমায়, দেখাইয়া দিল এক
প্রস্তরের শিলা, নাসিকা কুঞ্চিত করি
আসিলাম আর বহুক্লেশে খুঁজিলাম
কাশী গয়া মিথিলা পুষ্কর হরিদ্বার
কনখল দ্বারকা মথুরা, গিরিশৃঙ্গে
করি আরোহণ দেখিলাম তিব্বতীয়
লামা আর বৌদ্ধ সঙ্ঘ কত, খৃষ্টরাজ্যে
করিয়া গমন ধর্ম্মগৃহে শুনিলাম
বাদ্য নানাবিধ, মেক্কা ও মেদিনা দেখি
আসিবার পথে, আরবীয় হয়ে গৃহে
ফিরিয়া আসিনু ; দর্শনের গূঢ়তত্ত্বে
দেবতার পাইব দর্শন ভাবি আমি,
পণ্ডিতমণ্ডলী সহ করিলাম বহু

গবেষণা, বহুশ্রমে তর্কশাস্ত্র কৈনু
অধ্যয়ন, শুষ্ক তর্কে পণ্ড হোল শ্রম,
দেবতারে না পাই খুঁজিয়া ; শ্রান্ত হয়ে
উষাকালে বসিলাম জাহ্নবীর তটে,
রাঙা রাঙা উঠিছে তপন, রূপে তার
ভরে গেছে সকল ভুবন, কি জানি কি
অজানা বেদনা হৃদয় ভরিয়া যেন
জাগিয়া উঠিল, প্রেমে হর্ষে ছেপে গেল
অন্তর আমার, লোটাইয়া পড়িলাম
ধূলার উপর, পেয়েও পেয়েছি মোর
না সরিল মুখে, মোহ গেল চেয়ে দেখি
দেবতা বিরাজ মোর করে চারিধারে।

১০ই মাঘ,
রাজসাহী।

৬০

স্পর্শ।

ব্রজসুন্দর মঞ্জুলবপু
　　চঞ্চলপদ হে,
চিতসাগরমন্থনধন
　　বন্দন করি হে।

বঞ্জুলতলে বংশীবাদনে
　　অন্তরতম হে,
শূন্য গৃহের পুণ্য পুলক
　　বন্দন করি হে।

পুষ্পবিহীন চন্দন বনে
গন্ধ ছাইল হে,
অন্ধ হইয়া মন্দ পবন
চরণপঙ্কজে।

বন্ধুর ভূমে বন্ধু হে তুমি
উন্নত নত হে,
সোণার ধান্যে দৈন্য ঘুচায়ে
ধূলিধূসর হে।

তামসঘোরে উজ্জ্বল তুমি
তারকা নয়নে,
ইন্দুবদনে জ্যোৎস্নাকিরণ
দুগ্ধধবল হে।

মন্দিরে তুমি ভক্তের গান
পূজার গন্ধ হে,
চরণে তব শোভন দেব
বন্দন করি হে।

১১ই মাঘ,
রাজসাহী।

৩১

কাছে কাছে

তোমার পাশে বসি যেন
যথন যেথায় থাকি,
দুষ্ট হাওয়া এসে যেন
দেয়না আমায় ফাঁকি

গর্ব্ব এসে উঠ্‌লে দ্বারে
দিই গো যেন ফিরিয়ে,
যেতে না চায়, বল্লে তোমায়
নিজেই যাবে পালিয়ে ;

বহু লোকের মাঝেও আমি
থাক্‌ব বিজন বাসে,
নয়ন যেন চেয়ে থাকে
তোমার নয়ন পাশে,

এ ধরা মাঝে সেজে আমি
হতে চাইনা রাজা,
একলা আমি হব তোমার
বিজন ঘরের প্রজা ;

নিবেদন

লোভে লোভে আকুল হয়ে
ইচ্ছা যদিও ছোটে,
তোমার হাওয়ার স্পর্শে
যেন হর্ষ জেগে ওঠে ;

তোমা ছেড়ে যখন যেথায়
গেছি পাগল হয়ে,
পারি যেন কর্ত্তে হাল্‌কা
তোমায় বলে দিয়ে ;

নিত্যই যেন ধূলো ঝেড়ে
রাখি তোমার আসন,
কোনও দিন পড়ে যদি
প্রভু তোমার চরণ।

১১ই মাঘ,
রাজসাহী।

৩২

যাচ্ঞা।

আলোর কাছে বসি যেমন
সকল আঁধার থুয়ে,
তেম্‌নি আমি রেখে সকল
বস্‌ব তোমায় নিয়ে;

তোমায় আমি ডেকে ডেকে
ডেকে কাছে আন্‌ব,
অন্য আশা এলেও তারে
দূরে রইতে বল্‌ব;

এম্‌নি করে তোমায় যদি
ক্রমেই ডাক্‌তে থাকি,
দূরে যাবে সব আবরণ
তুমিই রইবে বাকী ;

অজানারা আস্‌বে যখন
আমার অঙ্গ ঘিরে,
তাদের তুমি নেও সরিয়ে
বল্‌ব করজোড়ে ;

তাতেও যদি গায়ের ধূলো
না চায় যেতে চলে,
তোমায় আমি আন্‌ব কাছে
নয়ন জলে জলে,

ধূলো হবে ফুলের গুঁড়ো
তোমার হাওয়া লেগে,
নিরাবরণ নিরাভরণ
অঙ্গে অঙ্গ মাগে।

১১ই মাঘ,
রাজসাহী।

৩১

প্রেম।

দূরে অতি দূরে যারা, তারা তব নহে
ত আপন ; মিলনের মাঝে মিশাইয়ে
গেল যদি, হয়ে গেল মিলনের শেষ,
প্রেম রবে কাহারে জড়ায়ে ; আশায়
করিয়া সদা ভর, ফুল রাখে আপনা
বাঁচায়ে, নিজ মনোমত চলে নিজেরে
ফুটায়ে ; ফুল যবে ফুটে গেল, হইতে
লাগিল বৃন্ত ক্রমশঃ মলিন, ঝরিয়া
ক্রমশঃ ফুল পড়িল ভূতলে ; আশায়
আশায় প্রেম, মিলনের মাঝে, সার্থক

করিয়া আনে নিজের স্বভাব, হইলে
মিলন যাবে আপনি ফুরায়ে, না চাহে
মিলনে প্রেম হারাইতে নিজে ; জীবনে
বাঁচায়ে প্রেম রাখিলে নিজেরে, মিলন
আসিবে প্রতি ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ; সতত
রয়েছে নিশা দিনের পশ্চাতে, কতই
নিকটে তবু আছে কত দূরে ; মিলিতে
মিলনে ক্রমে যায় কাছাকাছি, দিন
যায় ক্রমশঃ সরিয়া, ছোঁয় ছোঁয় যেই,
দিন সরে যায় ; এমনি করিয়া দিন
নিশারে টানিয়া ভাসিয়া চলেছে দোঁহে
অনন্ত সাগরে, দোঁহাপানে চায় দোঁহে
ফিরিয়া ফিরিয়া, তবু ছুঁয়ে চলে দোঁহে
সরিয়া সরিয়া ; যতকাল প্রাণ রবে
স্রোত সদা বহিতে থাকিবে অনিবার,
একেরে চুমিয়া আর বাঁচিয়া রহিবে।

১১ই মাঘ,
রাজসাহী।

৩৪

রাজার জয়।

এমন কিছু নাই কিরে ভাই
সোজা কোনও পথ
যাতে অনায়াসে পাওয়া যাবে
সকল মনোরথ।

অর্থ অর্থ করেই সবাই
ঘুরে ফেরে দেশটা,
ভাই কিসে পেতে পারি সকল
বিনা কোনও চেষ্টা।

নিবেদন

পরের দেশ লুট্‌তে যদি
কভুও করি ফন্দী,
হয়ত সবই উল্‌টে গিয়ে
হলাম তারই বন্দী।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ লেগে
রক্তের নদী হোল,
যুধিষ্ঠির জিত্‌লেন, কিন্তু
কিসের বিজয় হোল ;

যেমন জমী রৈল পড়ে
মানুষ গেল মরে,
শূন্য ভিটার সিংহাসন
মাথায় ছাতি ধরে ;

মড়ার মাথার খুলি গুলো
গড়িয়ে ফেরে ভূমি,
শৃগাল বলে জিত্‌লাম আমি
শকুন বল্লে আমি।

এসব উপায় ব্যর্থ হলে
খাড়া হব কোথায়,
এসব বিজয় বিজয় নয়রে
প্রেমের জয়ই জয়।

১১ই মাঘ,
রাজসাহী

৩৫

প্রসাদ।

কণ্টক কত দিলে তুমি বঁধু
বণ্টন করিয়া,
সুখী কি হইবে সকল সুখ
লুণ্ঠন করিয়া ;

আলোর লোভে নয়ন মেলিলে
অন্ধ আঁধারে হই,
মাধবপুষ্প পলাশ খুঁজিয়া
গন্ধ নাহিক পাই ;

চন্দ্রের এত পুণ্য পরশ
পঙ্কিল কেন হয়.
সূর্য্যের এত দীপ্ত হরষ
গোধূলি হরিয়া লয় ;

সম্পদে কত চলিতে চলিতে
দৈন্য ঘিরিল হায়,
গীতিমুখর হর্ম্ম্য কানন
শূন্য হইয়া যায় ;

চিন্তার এত সরস হরষ
পুস্তক পাঠে ভগ্ন,
প্রেমসাগরে প্রাণ ভাসাইয়া
দুঃখের কূপে মগ্ন ;

সুখ যেথা আছে ছাঁকিয়া লও
দুঃখ পড়িয়া রয়,
প্রসাদ করিয়া লইতে পারিলে
আমার দুঃখ যায়।

১২ই মাঘ,
রাজসাহী।

অভিমানী দেবতা ।

অভিমানী মোর চিত্তদেবতা
কিছু প্রাণে নাহি সয়,
কোন দিকে আমি মুখ ফিরাইলে
মুখ ফিরাইয়া রয় ;

সে চায় কেবল তাহারে লইয়া
দিন যেন কেটে যায়,
পলক নড়িলে চকিত চরণে
চলে যেতে সে যে চায় ;

নিবেদন

আর কাহারেও ভাবি যদি মনে
সে কয় আমারে চাও না,
আমি বলি তোমা দিব সব ছেড়ে
কেড়ে কেন তুমি নেও না ;

বুকে ব্যথা মোর তাহাদের লাগি
মুছিয়া দিতে চাই না,
তাই সে বলে, যতখানি চাই
ততখানি তুমি দেওনা ;

তারে ছেড়ে যদি ক্ষণতরে আমি
আন দিকে কথা কই,
তার লাগি মোর শিথিল হইবে
ব্যথার সুতার খেই ;

কেঁদে কহিলাম, পুরোণো স্মৃতির
কাহিনী কেমনে ঠেলি,
অনেক কষ্টে কহালাম কথা,
পায়ে তার ধরি ধরি,

তাহাদের সাথে যদি কও কথা
মোর বুক দিয়া কও,
তাহাদের লাগি পিয়াস হইলে
আমারে চুমিয়া রও।

১২ই মাঘ,
রাজসাহী।

৩৭

অন্বেষণ।

তব মঙ্গল দূত প্রেম হয়ে সখা
ছিল মোর বুকে লুকিয়ে.
তাই নানা পথ দিয়ে ধরিতে তোমায়
আপনি চলিছে ছুটিয়ে।

যবে শৈশব মম ছিল মধুময়
মায়ের কোলের গন্ধে,
দিত সকল হৃদয় আকুল করিয়া
নাচাইত নানা বন্ধে;

আমার ধূলিসাজান খেলাঘরে কত
জুটিত বিবিধ সঙ্গী,
ওগো গলায় গলায় কেটে যেত দিন
নিত্য নূতন ভঙ্গী।

মোর ফুলভরা মধু যৌবন এল
কৈশোর গেল দূরে
ওগো কি জানি কাহারে চাহিয়া হৃদয়
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে।

কত কল্পনা দিয়ে রচেছিনু যাহা
সেই দিন যবে এল,
মুখে মুখে আর বুকে বুকে তার
সারানিশি কেটে গেল ;

ওগো বিজনের শশী দুজনে বসিয়া
দেখিতাম আনমনে,
কোন কথা নাই, তবু কথায় কথায়
কেটে যেত দিনে দিনে ;

ওগো স্বরগ হইতে উঁকি-দিয়ে দিয়ে
আসিতে লাগিল যাত্রী,
আর কোলে কোলে মোর নাচিতে লাগিল
প্রাণের তনয় পুত্রী ;

আমি সয়ে কত দুখ পেতে দিয়ে বুক
তাদের করিনু পথ,
ওগো হেঁসে হেঁসে তারা চলিতে লাগিল
আপনার মনোমত ;

নিবেদন

মোর ফুরায়ে আসিলে সময় দেখিনু
পুত্রীর কত পুত্রী,
আমি চলিনু শেষেতে লইয়া বিদায়
বিশ্ব খেলার যাত্রী।

ডেকে কহিলেন প্রভু, এতদিন তুমি
ছিলে কার পিছে পিছে,
কহি, নানা দিকে ঘুরে হৃদয় আমার
তোমারেই খুঁজিয়াছে।

১৩ই মাঘ,
রাজসাহী।

৩৮

মোহের পরিপাক

নিশীথ শয়নে শুয়েছিনু আমি
 দুয়ার আছিল বন্ধ,
জ্বলেনি প্রদীপ আঁধারে আঁধারে
 গৃহ হয়েছিল অন্ধ,

ঘুমায়ে ঘুমায়ে ঘুমভেঙ্গে গিয়ে
 কতবার উঠে বসেছি,
নীরব তিমিরে ঢুলিয়া ঢুলিয়া
 আবার ঘুমায়ে পড়েছি ;

জানিনা কখন ভরাবুক নিয়ে
 দ্বারে এসেছিল উষা,
রুদ্ধ তবুও ডেকে ডেকে মোরে
 জানিয়েছে ভালবাসা,

দেখিনু স্বপন উদিছে তপন
 চেয়ে দেখিলাম ধীরে,
দিনের আলোক মাখামাখি করে
 বুকে করে আছে মোরে।

১৩ই মাঘ,
রাজসাহী।

৩৯

পত্র

কতদিন কার কথা নাহি শুনে
হয়েছিনু বড় ব্যস্ত,
আর দুঃখ চিন্তা কত এসে মোরে
করিতে লাগিল ত্রস্ত,

এতদূরে রেখে আমাদের তিনি
আছেন কেমনে ভুলে,
নির্ম্মম অতি কঠিন কঠোর
কথাটিও নাহি বলে,

সে যদি আমার, কেন রহে পর
রাখে দূরে আপনারে,
কেন মলিনতা ছেয়েছে আমার
শূন্য গৃহের দ্বারে।

বাহিরিনু পথে ভাবিতে ভাবিতে
গঙ্গার ধারে ধারে,
দক্ষিণা বায়ু চুমিয়া আমায়
যাইতে লাগিল ধীরে,

নিবেদন

সাথী মোর কহে কেন মুখভার
চারিদিকে কত শোভা,
কেমন মধুর হয়েছে উদয়
পূর্ব্বের মনোলোভা ;

রাঙা লেখা দিয়া ভরে গেছে যেন
আকাশের প্রতি ছত্র,
চেয়ে দেখিলাম, বিশ্ব নিখিলে
লিখে দেছে তার পত্র।

১৪ই মাঘ
রাজসাহী।

৪০

পথ ।

যে পথে যে ধেয়ে চলে সেই তার পথ ;
আসে নদী হিমালয় হতে, পাহাড়ের
গায়ে গায়ে আছাড়িয়া ফেলে আপনারে,
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পড়ে শরীর তাহার,
লুঠিয়া ভূতল পরে, উপলে উপলে
পুনঃ ঠেকিয়া ঠেকিয়া, কল্লোলে কল্লোলে
নাচিয়া নাচিয়া চলে ছুটিয়া ছুটিয়া,
তুঙ্গ হতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে দূর আঁধার
গহ্বরে, হুহুঙ্কার শব্দে তার গগন
বিদরে, ফেনে তার ছেয়ে যায় সকল
শরীর, ভয়ে ভীত প্রাণিগণ চাহিয়া
আকুল ; পুনঃ কত গিরিপথ আপন

নিবেদন

নিয়মে ক্রমে করি অতিক্রম, লইয়া
অতুলকান্তি স্নিগ্ধ মধুময়, প্রবেশ
করিছে ধীরে জনপদ মাঝে, লইয়া
তাপস কত আপনার তটে আপন
ভজন গান করিয়া শ্রবণ. সূর্য্যের
প্রখর তাপে শুষ্ককায় হয়ে উথলি
উঠিয়া পুনঃ বরষা-সলিলে, ছাপিয়া
উঠায়ে কত দূর বেলাপার, শ্যামল
শস্যের নীলবাসে সাজাইয়া শরীর
নিজের, ধেয়ে চলে কত পথে আঁকিয়া
বাঁকিয়া সুন্দর কানন পথ বাহিয়া
বাহিয়া, সাগরের মুখে আসি চমকি
থামিল ; না জেনেও যার লাগি এসেছে
বহু দূর পথ খুঁজি খুঁজি, আজ এত
দিন পরে হোল তার অবাধ মিলন।

১৪ই মাঘ,
রাজসাহী।

৪১

আহ্বান।

ভালবাসা চায় যদি তোমারে খুঁজিতে
কেন অন্যপথে তাহা চলে যেতে চায়,
শুষ্ক বালি দিবে ভিজাইয়া সেই কিগো
বড় প্রয়োজন, ক্ষীণ ধারা যায় যদি
মরু মাঝে সরস করিতে যেতে পারে
আপনি শুকায়ে, কোন্ দিকে পথ তব,
কতদিনে যাব, কতদিন ধরে আমি
করিব সন্ধান, জান ত আমারে নাথ
দুর্বল হৃদয়, তবে কেন, কেন আর
এত বিড়ম্বনা, শ্রান্ত হইয়াছে দেহ
অচল চরণ, প্রাণ মোর প্রাণপ্রিয়
হয়েছে বিকল, এস তবে কেন আর
ঢাকাঢাকি, কেন এতদূরে, এত কাছে
থেকে তবু রবে এতদূরে, এ বিলাসে
কেন দেও হৃদয়বেদনা, এস দেব
সাগর হইতে তোমার উত্তালবারি
কল কল করি, ব্যাকুল হৃদয় মোর
উঠুক কাঁপিয়া উত্তাল পরশে তব,
প্রেমে প্রেমে কর তুমি গাঢ় আলিঙ্গন।

১৫ই মাঘ,
রাজসাহী।

৪২

কেন।

বুকে তুমি আছ হে সতত, তবু কেন
তোমা আমি হারাইয়া ফেলি, সুশীতল
শান্ত কেন রহেনা হৃদয়, বৃথা কথা
ভরে তোলে কেন মোর মন বৃথা তার
উত্তেজনা দিয়ে, পাগলের মত আমি
ঘুর্ণীবায়ু সাথে যেন ঘুরিয়া বেড়াই,
নানাদিকে ধেয়ে চলি, নানা সুখে দুঃখে
হয় আকুল হৃদয়, মোর প্রাণে প্রাণ
দিয়ে আছ যদি তুমি, সুগম্ভীর প্রেম
রসে, মিলনে মিলনে কেন নাহি হব
আমি স্থির অচঞ্চল, মলিনতা কেন
এসে ছাইবে পরাণ, কেন বারে বারে
রব দীনের মতন আমি দাঁড়াইয়া
পথে, চিরদিন তরে তুমি ডুবাইয়ে
ভগবান দেবে নাকি হৃদয় আমার।

১৫ই মাঘ,
রাজসাহী।

৪৩

গান।

এত যে দুঃখ দৈন্য দেও হে
এত যে দেও বেদনা,
আমি ভরিয়া আকাশ
শুনি তবু নাথ
মঙ্গলময় বাজনা।
কত না হৃদয় ছাপিয়া আসে
তোমার প্রেমের বান,
আমি বক্ষ ভরিয়া
লই আর শুনি
তোমাব বিজয় গান।
যত বুক মোরে টেনেছে হে নাথ
বুকভরা স্নেহ দিয়ে,
বাতাসে বাতাসে উঠে নেমে গেছে
তোমারি রাগিণী গেয়ে।

নিবেদন

তুমি আছ নাথ আমারে লইয়া
আমি আছি তোমা চেয়ে,
এই কথা নাথ বুঝাতে মোদের
গেছে কি সবাই ধেয়ে।
দাঁড়াও আসিয়া নাথ আমার
আমি তব পাতি কান,
সুখে দুঃখে তাপে
বিপুল বিশ্বে
গেয়ে যাক্ তব গান।

১৫ই মাঘ,
রাজসাহী।

৪৪

যথেচ্ছা।

এত যদি ভাল লাগে
প্রিয়তম তব,
গর্ব্ব করিতে চূর,
আমি গর্ব্ব করিব
হৃদয় ভরিয়া,
করে দিও তুমি দূর।
উঁচু মাথা নাথ! মোর
কবে দিবে নত,
তারি যদি অভিলাষ,
আমি উচ্চ করিব,
নামাইয়ে দিয়ে
মিটায়ো তোমার আশ।

নিবেদন

আশালতা মোর, নাথ ;
ছিঁড়ে ফেলে দিতে
পাও যদি এত সুখ,
আমি আশা করে রব,
নখে নখে নাথ
ছিঁড়িও আমার বুক ।
আমি উড়িলে আকাশে,
চরণে নামাতে
পাও যদি তুমি তোষ,
উড়িব আকাশে;
ভিজায়ে নামাও,
হয়ে যাব পরিতোষ ।

১৫ই মাঘ,
রাজসাহী ।

৪৫

যৌতুক।

কল্পনা কত সাজায়ে সাজায়ে
চিরপুরাতন কবি,
বহুদিন ধরে যতনে যতনে
রচিলেন ধরাদেবী;
থরে থরে কত বীচি সাজাইয়া
কুঞ্চিত করি আনি
ঘিরিয়া ঘিরিয়া পরাইয়া দিল
নীল সাগর খানি,
কত লতা পাতা আঁকিয়া আঁকিয়া
ফুলে ফলে সাজাইয়া,
কৃষ্ণকানন কাঁচুলি করিয়া
গায় দিল পরাইয়া,
শুভ্রকিরণ নদীমালা দিয়ে
রজত মেখলা করে,
ঠমকে ঠমকে নাচি নাচি চলি
রুণু রুণু রুণু বোলে।

কণ্ঠ তাহার তুষার-ধবল
কিছু কিছু যায় দেখা,
হেমজড়িত অরুণিমা তার
উজল কিরণ লেখা ;
ব্যোম নীলিমা কুন্তল তার
লুটিয়া পড়েছে পায়,
তারায় তারায় মুকুতার মালা
সাজায়ে দিয়েছে তায়।
জোছনার হাসি পড়িছে তাহার
ঢলিয়া সকল গায়,
যৌবন ভরে ঠমকে ঠমকে
নাচিয়া নাচিয়া ধায় ;
পিকমুখে কয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করিলা কাহার লাগি,
বিধি ভাবিলেন, হইল বিষম
করিনু কাহার লাগি ?
চিত তবে তার মন্থন করি
দেয় মনোমত আনি,
বুকে দিল তার যৌতুক শেষে
পরশমণির খনি।

১৫ই মাঘ,
রাজসাহী।

৪৬

মঙ্গল।

নাহি জানি কিসে হবে মোর সুখোদয়,
তরু গুল্মে সুশোভিত হয়ে ধেয়ে চলে
চারিদিকে নানা রাজপথ, যেথা যেতে
লোভ হয় সেই পথে সুখ মোর করি
লব আপনি সন্ধান, চলিতে চরণ
তাই বাড়াইতে চাই, চকিতে চাহিয়া
দেখি অন্য পথ টেনে নিয়ে যায় যেন
তাহার উদ্দেশে, মোর প্রয়োজন তরে
চলিতেছে যেন মহাআয়োজন, কোন্
দূর অতীতের ভূমিগর্ভ হতে যবে
ধরা অগ্নিপিণ্ড সম হুহুঙ্কারে নিজ
কক্ষা লক্ষ্য করি ঘুরিয়া ফিরিত, আর
পদে পদে উদ্বমন হোত অগ্নি তার

নিবেদন

চারিধারে দূর ব্যোম লক্ষ্য করি, কোন্
মহাদিনে হবে মহানিবেদন, তাই
যেন বিচিত্র বিধানে মোরে ফুটাবার
লাগি, চলিয়াছে বাতাসে আকাশে জলে
বিচিত্র প্রয়াস, আমি ভাবি যাব মোর
পথে, পথ যেন বাঁধা আছে সকলের
সাথে, স্বর্ণরজ্জু নাহি মানে ত্বরা মোর,
বিশ্বনিবেদনে হবে মঙ্গল সন্ধান।

১৭ই মাঘ,
রাজসাহী

৪৭

ক্রোধ ।

ভিন্ন রূপে ছিল যাহা তাহার ভিতর
দিয়া আপনারে আনিয়া ফুটায়ে, হতে
আছে আনন্দের সঞ্চার সর্ব্বদা ; শক্তি
মিলনের, মিলনে মিলনে, করিতেছে
সার্থক আপনা, তাই শক্তি একে টানি
লয়ে গিয়ে দুইতে মিশায়, দুয়ে পুনঃ
একে আনি করে সংঘটন ; অন্যজন
দুই ছিল, আমি এক, আনিলাম তারে
আমার ভিতরে, আনি করিলাম এক,
নানা প্রচারের মাঝে আমারে পাইয়া
সার্থক হইল মোর মিলন আনন্দ ;

তাই শক্তি নানার ভিতর দিয়া করি
আবর্ত্তন, আমার ভিতরে ফিরাইয়ে
আনিতেছে আমারে সর্ব্বদা ; ভূমা সাথে
ভূমানন্দ সম্ভোগ সময়ে অব্যাহতা,
স্বকীয় বিরোধে চঙ্ক্রমনে রত থাকে
নিজের ভিতর, সব থাকে পিছে পড়ে,
বাহিরের কেহ তারে ক্ষুব্ধ নাহি করে,
নিজের ভিতরে নিজে হইয়া চঞ্চল
তবুও হইয়া রহে স্থির অচঞ্চল ;
ক্ষুদ্র সাথে হয় যবে ক্ষুদ্র আবর্ত্তন
নানা ক্ষুদ্র আসি তাহা রুধিয়া দাড়ায়,
এক খণ্ডে অন্য খণ্ড দিয়া ফুটাবার
তরে হয়েছিল মিলন কামনা, তাই
যবে কোন ক্ষুদ্র করি প্রতিঘাত স্থির
হয়ে দাঁড়াইল মিলনকণ্টক, দূরে
তারে দিতে খেদাইয়া, ক্ষুব্ধ মিলনেরে
পূর্ণ করি দিতে পুনঃ করি সংস্থাপন,
মিলনে চাহিয়া শক্তি ছুটিয়া আসিল,
ক্রোধ বলে লোকে তারে তখন জানিল ;
কণ্টকেরে করে দিতে দূর, আপনার
কাজ ভুলে গিয়ে, দূরে বাহিরে চলিল,

আনন্দের হয়ে গেল আনন্দ বিলয়,
পথহারা হয়ে শক্তি দাবাগ্নির মত
লেলিহান জিহ্বা লয়ে পোড়াইয়া চলে
নিজ হৃদয়কানন, তাই বাহিরায়
বায়ু ঘন ঘন নাসিকাবিবরে, চক্ষু
হয় রক্তবর্ণ আগুনে আগুনে, দন্ত
তার করে কড়মড়, যাতনায় দগ্ধ,
পাগলের মত ওষ্ঠাধর দষ্ট করি
ধেয়ে যায় যাহা পায় করে আক্রমণ,
নিজেরে বিনাশে কিম্বা নাশে অন্যজন।

১৭ই মাঘ,
রাজসাহী।

৪৮

রাজধানী ।

রাজধানী ছেড়ে কোথায় রাজার তুমি
করিছ সন্ধান ; নিজের সম্পদ দিয়ে
বিচিত্র বিধানে পরিপুষ্ট প্রজাবর্গে
করেন সর্ব্বদা, যেন নিজ দেহরক্ত
দিয়ে সবার পোষণে রাজা অবিরত
রত, তাঁর প্রাণে প্রাণী তাঁর বলে বলী
সবে সদা, প্রেম রাজা অকাতরে দেয়
বিলাইয়া সকলেরে করিতে আপন ;
অপক্ক বয়স, তাই তারা ভাবে, নিজ
বলে বলী মোরা, নিজ নিজ ভোগ সবে
করিব অর্জন, অহঙ্কারে করে দিয়ে
সবার অগ্রণী প্রভুর বিদ্রোহে তারা
হয় ধাবমান, প্রভু ভাবে কতদিন
আর এরা রহিবে এমন ; প্রেমে সবে
গুছাইয়ে এনে দিও তাঁহার চরণে,
দেখো রাজা নিজে দিবে তোমা আলিঙ্গন ।

১৭ই মাঘ,
রাজসাহী ।

৪৯

কাল মেঘ।

ধীরে সাগরের নীরে দক্ষিণা বায়ুতে
চলেছিল একখানি তরণী বাহিয়া ;
দূরে হের চক্রাকারে আকাশ নেমেছে
গিয়া জলের উপরে, বারি তার পান
করিবারে, নীলে নীলে প্রগাঢ় মিলন,
সূর্য্যের কিরণ লেগে সাগরের বারি
নানা সাজে হাসি হাসি চলেছে নাচিয়া ;
একখানি কাল মেঘ স্বর্ণমণ্ডিত
উঠিতেছে ধীরে দূর গগনের কোনে,
সকল গগন যেন অনিমেষ আঁখি
চেয়ে আছে শোভা তার নিরীক্ষণ তরে,

নিবেদন

ধীরে ধীরে নাচায়ে তাহারে, আপনার
তৃপ্তি লাগি আদরে উঠায়ে তারে লয়
নিজ কোলে, বহুদিন শূন্য শুষ্ক ছিল
তার বিপুল হৃদয়, প্রেম যেন কোন
পথ নাহি পেয়ে কাঁদিয়া ফিরিতেছিল
হৃদয়ে তাহার ; শিশুহেন কাল মেঘে
অতি যতনে চুমো দিয়ে তাই কাছে
আনে ; বিচিত্র বিধান, সোনামাখা
শিশুপ্রায় ক্ষুদ্র কাল মেঘ আপনারে
বিস্তার করিয়া ছেয়ে দিল আকাশের
বুক, বিভীষণ ভয়ঙ্কর অন্ধকার
ঢাকিল জগৎ, সাগর আকাশ লয়ে
বিপুল শরীর উদ্দাম ঝড়ের বেগে
হইল আকুল, আছাড়ি পাছাড়ি যেন
হৃদিপিণ্ড ছিড়ি ছিড়ি ফেলে চারিদিকে ;
টল টল তরী বুঝি লুকাইয়া গেল।

১৯শে মাঘ,
রাজসাহী।

৫০

অসম্ভব।

কত দূরে আশাপথ চেয়ে আসে লোক
ছুটে ছুটে, সঙ্কটে সঙ্কটে লেগে কত
কণ্টকে কণ্টকে, পদে পদে রক্ত ঝরে
শরীর বাহিয়া তবু ছুটে আগুয়ান
হয়, কি যেন, সে দেখিয়াছে সেই নাহি
জানে, কোন্ ধ্রুব লক্ষ্য তার শত তারা
মাঝে, খুঁজিয়া না পায় তবু খুঁজে ধেয়ে
চলে অনন্তের পথে ; অতুল অমেয়
প্রেম বুকে যেন আছে রুদ্ধ হয়ে পুত্র
মিত্র স্বজনের মাঝে, কে জানে নিজেরে
কেন হারায়ে ফেলেছে, ঘূর্ণাবর্ত্ত হয়ে
ফেরে নিজের ভিতর, আছাড়িয়া পড়ে
ঘন ঘন তটভূমে, বিদারিয়া চায়
যেন যেতে কোথা কাহার উদ্দেশে, গন্ধ
শুধু পাইয়াছে নাজানে সন্ধান ; এত
প্রেম এত আয়োজন পারে কি নিভিতে
মরণের রক্তমাখা তিলেক পরশে।

২১শে মাঘ,
ঢাকা ষ্টীমারপথে

৫১

ধ্বনি ।

দুদিনের লাগি যদি হয়েছিল নাথ !
কেন, কেন তবে এত আয়োজন, বল
শত মণি দিয়া সাজায়েছ কেন তবে
নিশার আকাশ, লোভনীয় ফুলে ফলে
করেছ ভূতল কেন এত রমণীয় ;
আলো জল মাটি আর বাতাস আকাশ,
কোন্ মহানিয়মের মহাসূত্র ধরি,
আনে ধীরে ফুটাইয়া কুঞ্চিত হৃদয়,
পরাণের উৎস কেন ভালবাসা স্নেহ
মমতায় উথলিয়া উঠি অনিবার

ছুটে যায় আপন তরঙ্গে, নানা ভঙ্গে
রঙ্গে ফেরে, তবুও অজানা যেন যায়
মহাসাগর খুঁজিয়া, চারিদিকে হেরে
যাহা নয়নলোভন ভাবে তাহা বড়
আপনার, এই যে বিচিত্র বন্ধে ছন্দে
ছন্দে সাজি, চলেছে বিরাট ব্যোমে চন্দ্র
সূর্য্য গ্রহতারা নক্ষত্রমণ্ডলী, কেন ;
কোন্ দূর অনন্তের অজ্ঞাত উদ্দেশে
নয়নের মহাসভা মাঝে ঠিক দণ্ডে
পলে, ধূমকক্ষে ধূমকেতু ছুটে ছুটে
হয় উপস্থিত, কেন ? কেন হৃদয়ের
নিভৃত তন্ত্রীতে উঠিছে সতত বাণী
সকলের মাঝে, নানা কাজে নানা সাজে
'আমি' 'আমি' 'আমি' এই ধ্বনি মাত্র শুনি,
মরণের কল্পনাও হয়ে যায় ছায়া,
অনন্ত অক্ষয় আমি অজর অমর ।

৫২

হে প্রিয় আমার !

তুমি ত সুন্দর নও তথাপি সুন্দর,
প্রাণ মোর যারে চেয়ে হয়েছে উদাস ;
দূর অতীতের স্মৃতি স্বপনের মত
আন তুমি বক্ষে করি, হে প্রিয় আমার !
শত বাঁধনের মাঝে দূরে থেকে তবু
আছ অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ে লুকায়ে,
শত কথা ব্যথাসম হৃদয় পরশি
পুনঃ শিহরিয়া যায়, বায়ু তব গন্ধ
ছলে পুরাতন পরিচয় উড়াইয়া
এনে জাগাইয়া দিল মোরে এতদিন
পরে, যেন হারানিধি কুড়াইয়া পেনু.
নিরখি নিরখি মোর সাধ নাহি মিটে ;
উড়াইয়া নিশার কুন্তল শ্যাম অঙ্গ
দোলাইয়া এস মোর কাছে, আপনার
বলি নাহি যদি মান, যেও তুমি দূরে.
পিছু ছুটে গেলে যদি ফিরাইয়ে দেবে.
শ্যামা নিশীথিনী মাঝে আঁচল বিছায়ে,
গুমরি গুমরি কাঁদি নিশিতে ফাটিয়া
হৃদয়সরোজে আমি তোমারে পাইব।

২১শে মাঘ, রাত্রি ১১টা,
নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারঘাটে।

৫৩

সরোজ।

নিশার তিমির ভেদি তপন উঠিয়া
শত পুষ্প মাঝে কারে চিনিয়া লইল,
অতি যতনে, চুমে চুমে দলগুলি
দিল ফুটাইয়া, মূল সাথে বাঁধা আছে
পারে না চলিতে তবুও সরোজ চায়
আকাশে উঠিতে. নানা ফুলে নানা মধু
লুটিয়া খাইয়া লালসাপাগল অলি
আসিল ছুটিয়া, গর্জিয়া মরমে তার
প্রবেশ করিয়া দংশনে দংশনে কৈল
হৃদয় বিকল, নিস্পন্দ সরোজ রয়
আকাশে চাহিয়া, দিনমণি উদ্ধরিতে
নারে; ব্যাকুলা নলিনী দেখি দিনমণি
কহে, মধুকণা লাগি আমি প্রেম নাহি
চাই, মিলনভিখারী তব তাই আমি
আছি অতি দূরে, পরশে মিলন বুঝি
হইবে মলিন, সমুদয় দেও তুমি
উৎসর্গ করিয়া, চুম্বনে পাঠায়ে দেব
অভিসার তরে, মধ্যপথে দেখা হয়ে
চিরতরে প্রেম রবে মিলনে জড়ায়ে।

২১শে মাঘ, রাত্রি ১২টা,
ঢাকা রেলপথে

৫৪

প্রাণের স্বপ্ন।

গোপনের স্বপন সুন্দরি! লুকাইয়ে
নিভৃতে রেখেছি তোমা হৃদয় ভিতরে ;
যে পথের যত বিফলতা চলিয়াছি
সকল সহিয়া মুগ্ধ মনোহর তব
মুখপানে চেয়ে, রক্তিম বরণ দেখি
আকাশের গায় চরণ যাবক সখি
মনে পড়ে তব, বিহগ কূজনে যেন
বীণাগান শুনি তব হেন মনে হয়,
ওগো আছ এত কাছে তবু মায়া দিয়ে
রেখেছ ঘিরিয়া ছায়ার মতন যেন
হেরি একবার, আরবার মিলাইয়া
যায় ; বিচিত্র বিচিত্র নেহারি বরণ
তব নিমেষে নিমেষে, ক্ষণে যেন পাই
আর ক্ষণিকে হারাই, ভালবাস জানি
তাই বসে আছি সুদিনের তরে, কবে
তুমি আঁখিতলে রাখিবে নয়ন, হেঁসে
এসে মোরে, যেচে তুমি দিবে আলিঙ্গন।

২৩শে মাঘ, সূর্য্যাস্তকাল,
কলিকাতাপথে ষ্টীমারে।

৫৫

প্রার্থনা।

ক্ষুদ্র আশা যাচে যদি তোমার দুয়ারে
বিফল করিয়া তারে দিও ফিরাইয়া,
বেদনা জাগায়ে বুকে, দিও জানাইয়া
বৃহতের তরে তার হয়েছে আহ্বান,
লঘু বলি আপনারে দিয়ে পরিচয়
করে যেন ধীরে ধীরে অক্ষয় সঞ্চয়,
গর্ব্বের ভূষণ সজ্জা গেলে তার দূরে
দীনতার কাষায় বসন রবে তার
অঙ্গ আলো করে, চারিদিকে শতমুখী
হয়ে ছুটে গেলে, হারাইত মরুমাঝে
আপনার পথ, তাই তুমি গুছাইয়ে
আনিও সকল ; ভাদরের গঙ্গা ভরা
যৌবন বহিয়া সাগরে চাহিয়া যেন
চলে গো নাচিয়া, উত্তাল হইবে তবু
হারাবে না তাল, সকল তেয়াগী তব,
বিনত প্রণত হয়ে পড়িবে চরণে।

২৩শে মাঘ, রাত্রি ৮টা,
ষ্টীমার কলিকাতাপথে

৫৬

কিসের অহঙ্কার।

ভিন্ন কাজে ভিন্ন স্থানে করিবে গমন
মনন করিয়া সবে হয়েছে বাহির,
কেহ কাশী কাঞ্চী কেহ যাবে সিন্ধুপার,
তরুলতাঘেরা কেহ শ্যামা পল্লীভূমি ;
কারু রাজকার্য্য কারু বাণিজ্যব্যাপার
কারু লোকশিক্ষা কারু রোগীর শুশ্রূষা ;
আড়ম্বর আয়োজন দেখি বুঝা যায়
কার যাত্রা কতদূর কিবা প্রয়োজন ;
ক্ষণ তরে দেখা পথে চলিতে চলিতে,
এ উহারে স্বধায় বারতা, কত দূর ;
তবু তুষ্ট আছে সবে নিজের উদ্দেশে,
যেথায় নিয়োগ যার সেথা প্রয়োজন,
দূরে গেলে তার কার্য্য হবে না সাধন,
দূরে যাবে বলে কার কিবা অহঙ্কার।

২৩শে মাঘ, রাত্রি ১১॥০টা,
ট্রেনে কলিকাতাপথে।

৫৭

গুপ্ত অহঙ্কার।

ধনমদ পদগৌরব ছিল
নিভৃতে হৃদয়ে লুকায়ে,
ধবল হাস্যে হোত মুখরিত
দৃপ্ত চলিত চরণে ;

স্নিগ্ধ মধুর বান্ধব জনে
কহিতাম আনি ডাকি,
তোমাদের যাহা লাগে নিয়ে যাও
যা রহে লইব বাকী;

নিবেদন

তুষ্ট করিব আপনার জনে
　　মোর এই যদি ছিল মনে,
নাজানা হলেও গর্ব্ব আছিল
　　লুকাইয়ে কোনে কোনে ;

পরের জন্য নিজে খেটে মরে
　　দেয় দুই হাতে বিলাইয়া,
তাহাতে গর্ব্ব আর ভরে ওঠে
　　নিজেরে ভাবিয়া ভাবিয়া।

একদিন বিধি সব নিল কেড়ে,
　　শূন্য হইল হিয়া,
কি লাগিয়া আমি যাব কার ঠাঁই
　　কি দিয়া তুষিব গিয়া ;

সেই দিন শেষে বাহির হইল
　　যাহা ছিল মোর ফাঁকি,
মিছা যত ছিল পুড়ে গেল সব
　　আপনি রহিনু বাকী।

৪শে মাঘ,
　কলিকাতা

৫৮

কোথা সুর !

বিশ্বসঙ্গীত যদি
নাহি প্রাণে বাজে,
ক্ষণিক সঙ্গীতে
কিবা কাজ.
একবার তাহা
উঠিলে বাজিয়া
সব সঙ্গীত
পাবে লাজ।

মিথ্যা বেদনা
মিথ্যা বাজনা
বাজাইয়া কভূ
খেওনা খেওনা,
সঙ্গীততানে
পরায়ো না কভূ
মিথ্যা সুরের সাজ।

ক্ষণিকের গানে
ক্ষণিকের তান
ক্ষণিকে পুলক
পাবে অবসান,
ক্ষণিকের তরে
হবে আনমনা
ক্ষণিকে ফুরাবে কাজ।

সুর যায় সখা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কান শোনে তাহা
বধির হইয়া,
মিথ্যা মুখরতা
বিজয় গাহিয়া
ওগো পাবে নিজে অপমান।

হৃদয়ের সাথে
সুর দিয়া যাবে
হেন সঙ্গীত
কে শুনায়ে দিবে,

নিবাও প্রদীপ
থাক্ তবে গান,
জোছনা কোকিল
হবে ম্রিয়মান,
যেথা স্থর বাজে
পাইলে সন্ধান
হইবে সফল
সকল তান।

২৪শে মাঘ,
ভবানিপুর ট্রাম।

৫৯

দীনদয়াল।

পথ থেকে
    যদি সরে যাই
পড়ে যাই
    কভু দূরে,
লবে নাকি
    কোলে তুলিয়া আমারে
প্রভু তোমার
    নিজের হাতে !

করিব না বলে
    করে যদি মনে
করে ফেলি তাহা
    নানা প্রলোভনে,
তাতেই কি মোর
    হবে এত দোষ
যাতে প্রভু তব
    হবে বহু রোষ,
দ্বার ভেজাইয়া
    চলে যাবে দূরে
কথাটিও
    তুমি কবে না।

বহু বার তব
    শুনে যদি গান
তবুও তাহাতে
    নাহি পাতি কান,
তা বলে কি তুমি
    ফিরায়ে বয়ান
দূরে চলে যাবে
    গাবে না ।

যদি হাত ধরে নিলে
    হাত দিই ছেড়ে
অন্ধ নয়নে
    যাই পড়ে পড়ে,
তুমি কি তা বলে
    ছেড়ে দেবে হাত
কি কাজ বলিয়া
    নাহি লবে সাথ,
হইবে কঠিন
    চাহিবে না ।

.যাহা ভাল লাগে
করো তুমি সখা,
পার যদি তবে
নাহি দিও দেখা,
জানি হে জানি
চলে গেলে তবু
মিলিবে চরণরেখা।

২৬শে মাঘ,
ভবানিপুর।

৬০

"তোমায় পাব কখন।"

আমার নয়ন
উঠ্‌লে হেসে
যাদের নয়ন হাসে,
আমার ঘরের
বাঁশী যাদের
বাজে কানে কানে,
আমার বুকে
জাগ্‌লে পূজা
যাদের জাগে পূজা,
প্রজার প্রজা
হলেও আমি
যাদের রাজার রাজা,

আমার অশ্রু
টেনে আনে
অশ্রু যাদের চোখে,
আমার মুখের
ছায়া আমি
দেখি যাদের মুখে,

আমার গন্ধ
আমার ভাব
যাদের সকল গায়,
চরণনূপুর
আমার, যাদের
বাজে পায় পায়,

ওগো কত কালের
আয়োজনে
যারা আমার আপন,
তাদের ঠেলে
ফেলে দিলে
তোমায় পাব কখন।

২৬শে মাঘ, সন্ধ্যা ৭টা,
ভবানিপুর হইতে ট্রামে।

৬১

"আমার সকল ভাল'র ভাল।"

লাজ ভয় মোর
　　দূরে রেখে দিয়ে
মনের আবেগে
　　ধেয়ে ধেয়ে গিয়ে
কণ্ঠ তোমার
　　জড়াতে চাই।

ব্যাকুলতা আর
　　কাতরতা কত
হৃদয় ভরিয়া
　　ওঠে যত যত
তবু ভয় হয়,
　　হইব বঞ্চিত
লোকের পীড়নে
　　পারিব না।

দুর্ব্বল আমি
    অসহায় অতি
ক্ষীণ ভালবাসা
    ক্ষুদ্র শকতি
নানা বিরোধেও
    অবিরতগতি
হইয়া চলিতে
    পারিব না।

হৃদয়ে হৃদয়ে
    রাখিব গোপনে
টের না পাইবে
    আকাশে পবনে
হৃদয়কাননে •
    ভ্রম নিজ মনে
তোমারে বাহির
    করিব না।

নিবেদন

কেঁদে যদি সখা
    হই আমি খুন
বুকের ভিতরে
    জ্বলে গো আগুন
তথাপি কাহারে
    দেখাব না।

বিজন গৃহ
    সজন কর
আমার আঁধার
    কর আলো,
জেনো তোমার
    চরণরেণু
আমার সকল
    ভাল'র ভাল।

২৬শে মাঘ, রাত্রি ৮-২০,

ভবানিপুরপথে।

৬২

দরদী।

ব্যাকুল হয়ে
যখন তোমায়
জানাই কত কথা,
কোথা থেকে
কেমন করে
শোন মনের ব্যথা।

এত দূরে
থেকেও তোমার
এত দরদ নাথ!
আমার ব্যথায়
ব্যথায় তোমার
হেরি চরণপাত।

কত করে
চেয়ে আছি
তবু এমন ঘটন,
বিফল হোল
ভেবে দেখি
হয়ে গেল সফল।

২৬শে মাঘ, রাত্রি,
ভবানিপুর পথে।

৬৩

কাম।

কি জানি কি কামে মুগ্ধ হয়েছে তরুণ,
মূঢ় অঙ্গ চায় কার অঙ্গের মিলন।
তাঁহার আনন্দ ছিল গোপনে লুকায়ে
শরীরের রক্তে মাংসে জড়ায়ে জড়ায়ে,
অন্ধ দেহ খুঁজিয়া না পায়, চারিধারে
কিসের আবেগ তারে করেছে আকুল,
তবু ব্যাকুলতাবশে ছুটিয়া ছুটিয়া
চলিয়াছে দিশাহারা পাগলের মত,
দরশে পরশে ঘটে যদি কোন রূপে
দেহের মিলন, ভাবে তার মিটে যাবে
সকল পিয়াস; তাই নানা আয়োজনে,

চায় নিজে করিতে প্রকাশ, চক্ষু নাই
বধির শ্রবণ, বোঝে না কাহার ডাকে
হয়েছে বিকল, বুকে বুক মুখে মুখ
রেখে, মিটাইবে সকল তিয়াষ, যেন
নাভিগন্ধে হয়েছে ব্যাকুল তাই পথ
খোঁজে চারিদিকে, তবু ভেঙ্গে পড়ে পদে
পদে, দেহ তার হতেছে মথিত যদি
চিত মাঝে কভু হারানিধি পায় ; এত
যে বঞ্চিত তবু হতেছে চঞ্চল. নাহি
পেয়ে সত্যের সন্ধান তবু তার করে,
অন্বেষণ, নিজ পথে যেতে যেতে যদি
জ্ঞানচক্ষু ওঠে তার সহসা ফুটিয়া,
মলিনতা বিফলতা শত বরষের
নিমেষে সফল হয়ে হাসিয়া উঠিবে।

২৭শে মাঘ, প্রাতে,
ভবানিপুর

৬৪

অজানা সন্ধান।

যাব যেন কোথায়
তাই খুঁজি আমি পথ,
কত শত বার হই
বিফল মনোরথ ;

মোহের ঘোরে আছে
ঘেরা আমার দুটি নয়ন,
তুলেও ফুল নাহি জানি
করি আমি চয়ন ;

খুঁজেও আমি জানিনা
যে খুঁজি তারই পথ,
ভাবি আমি সফল করি
আমার মনোরথ।

২৭শে মাঘ, প্রাতে,
ভবানিপু:

৬৫

পথেই।

কাঁটার আঁচড় খেয়ে
　　কত খানায় গেছি পড়ে,
কে জানে যে তবুও আমি
　　তোমার পথেই পড়ে ;

ছোট খাট পথের কোন
　　নাইক লেখা জোখা,
নানা আড়াল দিয়ে তোমার
　　যায় না প্রাসাদ দেখা ;

তবু শেষের দিনে দেখি,
　　আমার প্রতি প্রয়োজন
করে গেছে সখা তোমার
　　পূজার আয়োজন।

২৭শে মাঘ, বেলা ১০টা
ভবানিপুর।

৬৬

ছাড়ে না

চলিতে চলিতে
 টলে টলে পড়ি
তবু পথ চলি
 ছাড়ি না,
গাহিতে গাহিতে
 গান যাই ভূলে
গুণ গুণ করে
 বেদনা ;

তুলিতে কুসুম
 ছুটে যদি যাই
অলি এসে দেয়
 যাতনা,
তবু ফুল তুলি
 আঁখি ছল ছল
কোন বাধা আমি
 মানি না।

আঁধারে কভূও
ঘিরিলে নয়ন
যেয়েও জোছনা
যায় না,
পলকে পলকে
পড়িলে নয়ন
তবুও না চেয়ে
ছাড়ে না ;

নানা কলরবে
সখা তব গীত
যেয়েও কভূও
যায় না,
বিচিত্র চিত্রে
তোমার চিত্র
মুছিয়াও সখা
মুছে না।

২৭শে মাঘ, দ্বিপ্রহর,
ভবানিপুর।

৬৭

শিবপূজা।

ফুলে পুরোহিত
শিবপূজা করে
শিব বলে আমি
পাই না,

বম্ বম্ করি
করে ঘন রোল
শিব বলে আমি
শুনি না।

বেলপাতা আর
চন্দন জলে
করাইয়ে দেয়
স্নান,

ডেকে দেব বলে
শুষ্ক শরীর
ও জলেতে আমি
নাই না,

মন্দিরে কত
বন্দন করি
বাজাইছে নানা
বাজনা,

তবু শিব বলে
কোন মতে মোর
সেবা করা কেন
হয় না।

ব্রত উপবাসে
কাশী গয়া বাসে
মিলিয়াও তাঁরে
মিলে না,

শিব শিব বলি
খুঁজি নানা ভূমি
তবুও তাঁহারে
পাই না।

কহে শিব, মোরে
পেতে যদি চাও
নানা পথে তুমি
যেও না,

বুকের মাঝারে
পাইবে আমারে
পাথরেতে বুক
বেঁধো না।

২৭শে মাঘ, দ্বিপ্রহর,
ভবানিপুর।

৬৮

কবিতাসুন্দরী।

বিলোলকুন্তলা মোর কবিতাসুন্দরি,
কহ কোন্ ছলে মোরে দিলে বরমালা,
কোন্ পরিচয়ে বল নানা কলরবে
মোরে চিনিয়া লইলে আদরে আপন
বলি স্বীকার করিলে, কল্পনার উৎস
উথলিয়া ওঠে মোর হৃদয় ভরিয়া
তোমার উজল সখি দুইটি তারায়
ভরে গেছে যেন হেরি সকল আকাশ,
তোমার মধুর কণ্ঠ পিককণ্ঠে নিশি
দিন হয় মুখরিত, জোছনারে হাসি
তব করেছে সুন্দর, নিশ্বাস তোমার
লুটিয়া মলয়-বায় হয়েছে গরবী,
কপোলের আভা লেগে আরক্ত হয়েছে
হের উষার কপোল, কুন্তল তোমার
ব্যোমনীলিমায় হের কত খেলা করে,
বুকভরা প্রেম তব উথলিয়া যেন
প্রিয়ে হয়েছে সাগর, বহু পুণ্যফলে
এলে যদি দেহ মোরে গাঢ় আলিঙ্গন।

২৭শে মাঘ, দ্বিপ্রহর,
ভবানিপুর।

৬৯

জাগে।

বলি কথায় কথায়
তোমার কথা
তাই এত অপবাদ,
তবু তোমার কথা
বলে আমার
মেটে নাক সাধ;

তোমার লাগি
নাথ আমি
দেব সকল বাদ,
আমার অঙ্গ
সইতে নারে
তোমার

নিবেদন

যে কথাটি
যেথায় ওঠে
তোমার কথা জাগে,
দিবাভাগে
নানা কাজে
নিশার স্বপনরাগে,

তোমায় কেহ
জানে না তাই
তোমার কথা ঠেলে,
যুগ যুগান্ত ধরে
আমায় জানাও পলে পলে।

২৭শে মাঘ, দ্বিপ্রহর,
ভবানিপুর

৭০

উদার

আমি কারুর দিকে
চাইব না,
আমি কারুর কথা
শুন্‌ব না,
তবু সবার কথা
শুন্‌ব রে
শুন্‌ব।

আমি কারুর শোকে
গল্‌ব না,
আমি কারুর দুঃখে
কাঁদব না,
তবু সবার লেগে
কাঁদ্‌ব রে
কাঁদব।

নিবেদন

আমি কারু বাঁধন
মান্‌ব না,
কারু শাসন সইব না,
তবু সবার বাঁধন
মান্‌ব রে
মানব।

আমি কারু গানে
গাইব না,
আমি কারু নাচে
নাচ্‌ব না,
তবু সবার নাচে
নাচ্‌ব রে
নাচ্‌ব।

ভূত দেবতা মাটি পাথর
কারু ভজন কর্‌ব না,
আপন কাজে চলে আমি
আর কারু বিজয় গাইব না,
তবু সবার বিজয়
গাইব রে
গাইব।

২৭শে মাঘ, রাত্রি ৯৷৷৹টা,
দামুকদিয়া, ষ্টীমার।

৭১

নীচ।

এইত নীচতা মোর, নিজে চাই উচ্চ
করিবারে, প্রাণে প্রাণে অতি হেয় ক্ষুদ্র
আমি ভাবি আপনারে, ভাসিয়া রয়েছি
যেন লোকের নিশ্বাসে, উঠে নেমে যাই
তার প্রত্যেক তরঙ্গে, গভীরতা নাই
বুঝি মোর, মৃদু হাস্যে নেচে নেচে পারি
না চলিতে নিজবীর্য্য দিয়ে ডুবাইয়ে
দিতে যত উচ্চ কলরব, রেখে দিতে
নিজের ভিতরে নিজে শান্ত আন্দোলনে ;
উচ্চ হাস্যে আর শুধু মিথ্যা কোলাহলে
ভাবি আমি উচ্চ হয়ে যাব, তাই যাই
প্রতিপদে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, প্রতি বার
পড়ি আমি লুঠিয়া লুঠিয়া, যত চাই
মূর্খ মুখরতা দিয়ে লুকাতে আমারে
তত মোর সকল দীনতা আর্ত্তনাদে
আর্ত্তনাদে হয় গো বাহির, যত চাই
পূর্ণ পূর্ণ বলে আমি ঘোষিতে আমারে
তত শূন্য শূন্য হায় হইগো বাহির।

২৯শে মাঘ, অপরাহ্ণ ৪॥০টা,
রাজসাহি হইতে খরচাকা ফেরিষ্টীমার।

৭২

মোচন।

দিয়েছিলে ডোর যবে
　　সখা পরাইয়া
ভেবেছিনু করিলে বন্ধন ;
দেখিয়া আকুল মোর
　　নয়নের লোর
হেঁসে তুমি দিলে নাথ
　　আপনি খসায়ে.
সহসা চাহিয়া দেন
　　আঁধার দেখিনু
কহিলাম, কেন দেব
　　করিলে মোচন।

২৯শে মাঘ, অপরাহ্ণ ৫-১
"সুইফ্‌ট" ষ্টীমার খরচাকা হইতে

৭৩

যোগ্যতা ।

আপনারে যোগ্য বলি করেছি নির্ণয়,
আমারে ঠেলিয়া তাই কারু যদি দেখি
আমি হতে আগুসার, ক্ষুণ্ণ হয়ে, তার
যত বিদ্যা বুদ্ধি বল ছিঁড়ে এনে তুলা
দণ্ডে মোর সাথে চাই আমি একে একে
করিতে ওজন, স্বতই আমার দিক্
হয়ে পড়ে ভারী, দৃষ্টিহীন তাই আমি
করি আস্ফালন অদৃষ্ট দৈবের প্রতি
হানি তরবারি ; যারা সুর দেয় মোর
ব্যথার রোদনে, অঙ্গুলিনির্দেশ করি
তারাও গোপনে করে মোরে উপহাস,

মূর্খ আমি মিথ্যা করি গর্ব্বের ঘোষণা ;*
কোন্ দূর কাল হতে কত আয়োজন
চলেছে তাহার লাগি কে জানে কেমন,
কোন্ গূঢ় যোগ্যতার নিগূঢ় উদ্দেশে
হ্যালোক ভূলোক মিলে তারে ফুটায়েছে,
কোন্ কার্য্য কার দ্বারা হইবে সাধন
কে করে নির্ণয়, আপাততঃ সুখ দুঃখ
প্রয়োজন দিয়া চাই আমি করিবারে
ফলের বিচার, দূর তথ্য রয়ে যায়
আপন গোপনে, শিশু হেন প্রশ্ন করি,
সূর্য্য ডুবে গিয়ে কেন চাঁদের উদয়।

২৯শে মাঘ, সন্ধ্যা ৬৷৷০টা
"সুইফ্‌ট" ষ্টীমারে

৭৪

স্বীকার।

আমার বিফল দিয়া
যদি তুমি সফল হও,
আমায় দিও কুফল সখা,
তুমি সুফল খাও।

আমি বেদনা পেলে যদি
তোমার হয়গো সুখ,
তোমার বজ্র দিয়ে তুমি
ভেঙ্গো আমার বুক;

নিবেদন

নয়নের জল ছাড়া যদি
চরণ না হয় ধোয়া,
চোখের জলই দেব আমি
সকল আমার দিয়া ;

রঙিয়ে নিতে আসন যদি
হয়ে থাকে সাধ,
আমার রক্ত থাকতে সখা
কিসের পরিতাপ।

যেথায় তোমার যেমন দরদ
বলে আমায় দিও,
না হয় তোমার যেমন ইচ্ছা
ছলে তুমি যেও ;

সকল আমি তোমার হে নাথ
সইতে যেন পারি,
না হয় যেন সইতে গিয়ে
ভেঙ্গে চুরে মরি।

২৯শে মাঘ, সন্ধ্যা ৭-১১,
"সুইফ্‌ট" ষ্টীমার, লালগোলা।

৭৫

অন্তঃসলিলা।

নানা জনে নানা কথা কয়, কান পেতে
শুনি আমি অবশ হইয়া, মন যায়
ক্রমে যেন গভীরে ডুবিয়া, কথা তাই
চেয়ে যায় বাতাসে ভাসিয়া, বাহিরের
সাথে তবু রাখিতে নিয়ম, ইঙ্গিতের
শূন্য মুখরতা দিয়ে আমি যোগ রেখে
যাই, হাসে কাঁদে লোক তাই আমি হেঁসে
কেঁদে যাই. নানা অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে
রাখি আমি আমারে লুকায়ে, যায় বয়ে
অন্তরে অন্তরে মোর ফল্গুর প্রবাহ,
কোন্ দূর পথ চেয়ে আপন আনন্দে,
শুষ্ক বালিরাশি রাখে বাহির ঢাকিয়া
কত পদতলে আমি হই বিদলিত
আপন অজ্ঞাতে তবু কোথা চলে যাই।

১লা ফাল্গুন,
লালবাগ।

৭৬

অনুভূতি।

ব্যথা কভু যেবা নাহি করেছে পরশ
কেমনে সে বুঝিবে কি ব্যথার রোদন,
যত দূরে গেছ তুমি তত দূর পাবে,
তার বেশী যেতে হলে থমকি চাহিবে,
অন্যমনে চেয়ে তুমি আনদিকে যাবে
ডাকিয়া আনিলে কাছে কথা নাহি কবে,
তাই বলি তোমারে কি শুনাইব গান ;
যেথা সুখ পাও তুমি সেথা চলে যাও
সেথা যেতে যেতে হবে গভীরে আহ্বান,
পথ গেছে সখা হের অনন্তে ছুটিয়া,
কত কাঁটা খোঁচা খেয়ে, গিরি নদী বন
কত পার হয়ে হয়ে, ক্রমশই হবে
তুমি অতি সুগভীর, তখনি উঠিবে
আপনার প্রেমে তুমি আপনি ভরিয়া.
সকল রাগিণী যাবে হৃদয়ে বাজিয়া,
সবার বিজয় গান গাহিয়া গাহিয়া।

১লা ফাল্গুন, রাত্রি ৯॥০
লালবাগ

৭৭

বল।

তোমার পথে যেতে যদি
চরণ নাহি চলে,
ডেকে নিও সখা, আমি
যাব তোমার বলে ;

পথের বাধা আছে যত
ভেঙ্গে সখা দিও,
হাতে ধরে তুলে আমায়
প্রতি পদে নিও ;

নিবেদন

আমি সখা পথের কাঙ্গাল'
নাইক আমার কিছু,
তাবলে কি যাব আমি
সবার পিছু পিছু :

যারা যত ধেয়ে চলে
সবায় আমি চিনি,
তোমার আদর পেয়ে
তারা এত গরবিনী ;

তুমি এত বড় সখা
আমি এত ছোট,
চির কালই আমায় তবে
কেন রাখ্‌বে খাট ;

যারা যা চায় দিয়ে সখা
করো তুমি সফল,
আমার সকল হয়ে তুমি
থেক আমার কেবল,

১লা ফাল্গুন, রাত্রি ১১টা,
লালবাগ।

৭৮

সম্বল

অত দূরে আমায় নেবে না
    রাখ্‌বে নীচে,
বেশত আমি যাব না
    থাক্‌ব সবার পিছে ;

সবাইকে যা তুমি দিয়েছ
    মোরে দিলে না,
সবাই সব নিয়ে যাক্‌
    আমি চাই না ;

নিবেদন

সবাই শুন্‌বে কত গান
তোমার বীণায়,
আমার বধির করো কান
তোমার যাঁতায় ;

সবাইকে দিও আলো
আমায় করো অন্ধ,
আমার হাওয়া যদি রুখে
কর বন্ধ ;

সবাইকে যদি দেও সুখ
আমায় দেও দুঃখ,
তোমার সকল নেব সেধে আমি
পেতে আমার বক্ষ ;

নরকে যদি রাখ আমায়
সেথাও আমি থাক্‌ব,
তোমায় কিন্তু বুকে বেঁধে
রাখ্‌ব আমি রাখ্‌ব।

১লা ফাল্গুন রাত্রি ১১-২০,
লালবাগ।

৭৯

কবি।

শুধু দুটো হেসে হেসে গান গেয়ে যেতে
তুমি কিগো এসেছিলে হেথা, পদে পদে
ছন্দ মিলাইয়া নানা বন্ধে নানা কথা
সাজায়ে সাজায়ে থরে থরে রেখে দিতে,
দিতে শুধু ক্ষণিকের তোষ, কানে কানে
মধু ঢেলে করিতে পাগল ; পচা কথা
গোটাকত গেঁথে গেঁথে গিয়ে মজাইতে
শুষ্ক চিত্ত মত্ত জনতার, পশুরুচি
করিতে রঞ্জন পচা গলা লতা পাতা
খড় কুটা দিয়া ; অথবা বিদেশ হতে
আনিয়া বসন সাজাইতে ভারতীরে

নূতন ভূষণে, বিদেশীর পদ লেহি
নীচ দীনতায় দুর্গেয় গম্ভীর গুরু
বীরবাণী গেয়ে মাতাতে সকল দেশ
উচ্চ প্রতিভায় ; অথবা বিজয়শিঙ্গা
বাজায়ে বাজায়ে, চিন্তাহীন জড়বুদ্ধি
উঠায়ে নাচাতে, উচ্চজনে নিন্দা করি,
বাড়াইতে নিজের গৌরব, কাহিনীর
মত কিম্বা স্বপনের মত মিথ্যা প্রিয়
কথা বলে তোষিতে সকলে ; তার চেয়ে
উচ্চ অতি উচ্চ প্রয়োজনে, কবি তব
হয়েছে আহ্বান, সত্যের বিজয়বাণী
দেবতার জাগরণ হবে তোমা দিয়ে।

২রা ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্ন ১১টা,
লালবাগ।

৮০

প্রকৃতি কল্পনা।

অথবা সবারে আমি কবি বলে কব ;
হৃদয়ের তারে তারে পলে পলে যায়
যারা বাঁশী বাজাইয়া, মূক তাহাদের
আমি কেমনে বলিব ; চারিদিকে কত
ছলে রেখেছে কল্পনা-সখী আপনারে
ঢাকি, নব কিসলয়ে কোমল অধর
তার কেঁপে কেঁপে কত কথা কয়,
কত কত নীরব বেদনা বিদরিয়া উঠে

পুনঃ সরমে লুকায়, তরুগায় লতা
হয়ে জড়ায়ে জড়ায়ে মরমের গুপ্ত
কথা দেয় জানাইয়া জোছনায় ঢলে
পড়ে আকাশের গায়, স্বপনে গোপন
সুখ চাহিয়া উদাস ; হরষের ছটা
মেখে দিনের আলোকে, তুঃখের তিমিরে
পুনঃ ঢাকিয়া বয়ান, হরষে ব্যথায়
মোর পরশে হৃদয় ; মলয় বাতাসে
আকুল আবেগ যায় ফুকরি ফুকরি ;
এত যে সুরভি তার এত যে যৌবন,
আপনারে কু ডাকিয়া তবু কারে মালা
দিয়া চায় আপনা বিকাতে, দেবতার
মন্দির ঘিরিয়া যদি এত আয়োজন,
চেয়েছে কল্পনা কবি দেবের মিলন।

২রা ফাল্গুন অপরাহ্ণ ২টা
লালবাগ।

৮১

বাতাস।

কিসের কি গান গেয়ে চলেছ বাতাস,
উদাস হইয়া যেন ছেয়েছ আকাশ ;
খৃষ্ট কৃষ্ণ মহম্মদ আর্য্য ঋষিগণ
গৌতম শঙ্কর আর চৈতন্য নানক,
পূত জীবনের কত অমৃত নিশ্বাসে
করেছিল কবে তব ললাট চুম্বন,
তাই বুঝি তুমি এত হয়েছ উদার,
তাইত সকল ভূমি জুড়িয়া প্রসার ;
ক্ষুদ্রতার খণ্ডতার কঠিন শৃঙ্খলে
মূর্খ নর বেঁধে নিজে রাখে চারিভিতে,
নিজ হাতে চোখ বেঁধে অন্ধ হয়ে মরে ;

তাই বুঝি সবাকারে উপদেশ দিয়া
দ্যুতল ভূতল আর অতল পাতাল
এক আলিঙ্গনে তুমি করিছ পরশ,
জীর্ণ বরষের কত শত মলিনতা
তাই বুঝি তোমা ছুঁয়ে পাইল জীবন ;
প্রাণে প্রাণে সকলেরে আছ জড়াইয়া,
জগতের প্রাণ বলে ঘোষণা জগতে,
তুমি না থাকিলে দেব ! তিলেকে সকল
ফাটিয়া ব্যাকুল হয়ে হইত বিলীন ;
এত প্রাণ কোথা তুমি পেলে, গোলাকারে
জগতেরে তুলিতে ফুটায়ে, প্রাণভরা
নিশ্বাস তাঁহার দিয়েছিল প্রভু বুঝি
চুমিয়া তাহায় সেই নিরমান দিনে।

২রা ফাল্গুন, অপরাহ্ণ ৩টা.
লালবাগ।

প্রতিহত

কত কথা বল্‌তে হে নাথ
পরাণ ওঠে ফেঠে,
বল্‌তে গেলে সরম এসে
কথা নেয় গো লুটে ;

আকাশ থেকে বর্ষা নেমে
সাগর পানে ছোটে,
জড়িয়ে চরণ চলে তবু
কেঁপে তটে তটে ;

নিবেদন

তারারা চায় ভোরের বেলায়
বিকিয়ে নিজে দিতে,
তবু দেরী লাগে তাদের
নিভে যেতে যেতে ;

বসন্ত চায় সকল কথা
কোকিল দিয়ে কয়,
দূরে থেকে সে কেবল তার
কুহু দিয়ে যায় :

দিতে তোমায় আসি হে নাথ
যখন চরণতলে,
দিতে গিয়েও শূন্য হৃদয়
আপন তালে চলে,

গুছিয়ে নিও আমার সকল
তোমার হাতে হাতে,
দেরী হলেও চলি যেন
তোমায় দিতে দিতে।

২রা ফল্গুন, অপরাহ্ণ ৩-৪০,
লালবাগ।

৮৩

পাগল।

কখন কাঁদে কখন হাসে
পাগল আপন মনে,
বহু লোকের মাঝে কভূ
কভূ বিজন বনে ;

আপনি নাচে আপনি গায়
আপনি কয় সে কথা,
সকল অঙ্গভঙ্গে জানায়
আপন মনের ব্যাথা ;

নিবেদন,

গায় দেয় সে ধূল কারু
কারু নেয় সে কোলে,
কারু কথা মেনে চলে
কারু গলায় দোলে ;

আকাশ পানে মাথা তুলে
সূর্য্য পানে চায়,
ধূলায় ধূসর হয়ে কারু
লুটিয়ে পড়ে পায় ;

আদর পেলে হয় সে তুষ্ট
প্রহার হলে রুষ্ট,
সুখে রাখ্‌লে থাকে ভাল
দুঃখে পায় সে কষ্ট ;

আমিও ত ভাই ঐ রকমই
তফাৎ কিসের হল,
তারে তোমরা পাগল বল
আমায় বল ভাল !

২রা ফাল্গুন, ৪-৫০ অপরাহ্ণ,
লালবাগ।

৮৪

মীমাংসা ।

জ্ঞানে কর্ম্মে যতখানি হয়েছে প্রকাশ
ততখানি 'আমি' মোর উঠেছে ফুটিয়া,
অনন্ত 'আমি'র স্রোত তাহার বাহিরে
থেকেও আমার কাছে নাই হয়ে আছে ;
সেই সে মহান্ 'আমি' নানা আমি দিয়ে
নিজে করিছে প্রকাশ, যেথা যতটুকু
তাহা উঠেছে ফুটিয়া ততটুকু হয়
সেথা 'আমি'র বিকাশ, পরতে পরতে
সেই মহান্ ফুটিছে, তাঁহারই প্রকাশ
দেখি আমার বিকাশে [illegible] দুঃখে

নিবেদন

ব্যথা মমতায় যত ভাবে উঠেছিল 'আমি'
মোর ফুটিয়া ফুটিয়া, প্রতিপদে তার
মহান্ চলিয়াছিল আপনারে পেয়ে,
তাঁর ইতিহাসে হয় মোর ইতিহাস,
ভিন্ন করিবারে গিয়ে মহাভ্রমে পড়ি ;
মরণের পরপারে যাই যবে এই
'আমি'র ইতিহাস ভিন্ন ভাবে খুঁজিয়া
খুঁজিয়া, পশু পক্ষী কীট তন্ন তন্ন
করি পুরাণ 'আমি'র মোর পারি যদি
করিতে সন্ধান, নেহারিয়া দেখি সবে
চিনি না কাহারে, তথাপি তাহার মাঝে
লুকাইয়ে আছি ভেবে পাই পরিতোষ ;
ভোগলালসার মোর তৃপ্তি নাহি হয়.
তাই চাই আর দেহে কাটাতে সময়,
অন্য দেহে আমি গিয়ে পাব কত সুখ
ইহাই ভাবিতে মোর কেঁপে ওঠে বুক,
তাই জন্মে জন্মে ভাবি, আমি বেঁচে রব
কতদিন মহাসুখে কাল কাটাইব,
তাই বলি, এত নীচ হীনতায় পাও
কিবা ফল, মরণের পর পারে যেতে
কেন বৃথা মোর হয় এত অভিলাষ,
আপনার মধ্যে আমি না চেয়ে অনন্ত

ধারাক্রমে পাব বৃথা ভাবিনু আমারে,
তাঁহার জীবনে মোরা সদাই নিহিত,
জ্ঞান কর্ম্মে ক্রমশই অভিব্যক্ত হয়ে
রেখে যাই চিরতরে তাদের ভিতরে ;
মোদের প্রত্যেক কথা ভুবনে ফুটিবে
তবকে তবকে হবে মহান্ ভূষিত ;
যত ভাবে মোর আমি করেছে বিকাশ,
কর্ম্মসূত্রসম হয়ে মহান্ 'আমি'র
নিয়মিবে ক্রমে তার অনন্ত বিকাশ,
নানা ক্ষুদ্র আমি দিয়া হতেছে সাধিত
যাহা নিত্য নব ভাবে ; বহু আমি দিয়া
চলিয়াছে পরিণাম মহান্ 'আমি'র,
তবকে তবকে চলে যাই যত আমি
ফুটিতে ফুটিতে, ভাবি আমি হল বুঝি
মোর কর্ম্মফল, সুখ দুঃখ পাব ভাবি
তার অনুসারে, এ জনমে ফলগুলি
মিলাতে না পেরে কল্পনায় অন্য জন্ম
লইয়া আশ্রয় সার্থক করিয়া লই
মনের পিপাসা, মুক্তি চাই, মুক্তিফল
না পেয়ে হেথায় মনেরে প্রবোধ দিই,
অন্য 'আমি' হয়ে আমি পাইব নিশ্চয় ;
যে 'আমি'রে কভু আমি নিজ 'আমি' বলে

মনে চিনিতে নারিব, সে 'আমি'রে দিয়া
মোর যদি প্রয়োজন, বর্ত্তমান শত 'আমি'
দিয়া তাহা মিটাইতে পারি, অতীত ও
ভবিষ্যতে কেন বৃথা ছুটে ছুটে মরি।
তাঁহা হতে ভিন্ন মনে করে বৃথা আমি
খুঁজি নিজে নিজ কর্ম্মফল, কর্ম্মফল
তাঁর, মোর বলে হতেছে প্রকাশ, তাই
নিজ মুক্তি চাই আমি পৃথক হইয়া।
তাঁর সাথে ভিন্ন 'আমি' গেলাম খসিয়া,
এই জ্ঞানে এনে দেয় কথিত মরণ;
তাঁর সাথে এক বুঝে আমিত্ব ঘুচিলে
বন্ধ মাঝে থেকে তবু পাব মুক্তিধন;
মোদের জীবনে পাই তাঁহার জীবনে,
পলে পলে প্রাণে প্রাণে হতেছি প্রাণিত,
মরণ সে মিথ্যা কথা প্রলাপ বচন,
অলীক ছায়ায় কেন ভীত হবে মন;
জ্ঞান আলো এলে কাছে বুঝিতে পারিব,
আমারই জ্ঞানের ছায়া আছিল ছাইয়া।

২রা ফাল্গুন, রাত্রি ১৷৹টা,
লালবাগ।

৮৫

টান

স্থদূর থেকে সূর্য্য এসে
সবার আগে উঠে,
দিলে সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে
ডেকে ডেকে ডেকে ;

মেঘে ঘেরা আকাশ থেকে
কিসের টাপ্ টুপ্,
ভরে ভরে ছাপিয়ে দিলে
মরা গাঙ্গের বুক ;

নিবেদন

কোথা থেকে মলয় হাওয়া
এল আপন মনে,
কত জনে কাঁদিয়ে গেল
কত ঘরের কোনে ;

দূরে থেকে সাগর ডাকে
আপন বুকের ভিতর,
তাইত নদী ঝাপিয়ে চলে
ডুবিয়ে মাটি পাথর ;

কবে আস্‌বে নূতন বছর
তারি আলো পেয়ে,
মরা বছর উঠ্‌ল হেসে
কুহু কুহু ডেকে।

সুদূর থেকেও প্রাণের কথা
কেঁপে ওঠে বুকে,
প্রেমের টানে দূর নিকট হয়
দুঃখ নাচে সুখে।

৩রা ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্ন ৯টা,
লালবাগ

৮৬

গত ও অনাগত।

যা চলে গেছে
তা যেন স্বপ্ন,
যা আসে নাই
তা যেন জানি না ;
যে নদী বয়ে গেছে
সে কি এসেছিল ?
কি নদী আস্‌বে
তাকে ত চিনি না !
যে সুর গেয়েছিল
সে সুর গেল কোথা,
যে সুর গাহিব
কণ্ঠে পাই না ;

যে তারা ফুটেছিল
　কেমনে নিভে গেল,
যে তারা ফুটবে
　কেন তা ফোটে না ;
জোছনা ঢলে পড়ে
　পলকে গেল কোথা,
আঁধারে ঘেরা আঁখি
　আলোক চাই না ;
কি যে ছিনু আমি
　তা যেন মনে নাই,
কি যে হব আমি
　পেয়ে যেন পাই না।

৩রা ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্ণ ১০-২০,

লালবাগ।

৮৭

প্রসার।

আমি যে কতখানি
　　তাকি আমি জানি,
কত যে শুনি আমি
　　কিসের বাণী ;
মায়ের কোলে থেকে
　　যতটুকু পেয়েছিনু
খেলার ছলে আমি
　　সেটুকু ছেড়ে দিনু ;
খেলা ছেড়ে আমি
　　শিখ্‌ব কত কি,
যারা শেখাবে
　　তারাও তা জানে নি ;

কখন যে কি এসে

বুকে জাগে

আপনি ফুটে চলে

আপন রাগে,

কত প্রেমে বাধায়

নানা কাজে,

কার সঙ্গীত

প্রাণে বাজে ;

কত দূরে যাব যে

চোখে পাইনা,

উঠে উঠে উঠে তবু

ওঠা হয় না।

৩রা ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্ণ—১১টা,

লালবা

৮৮

তত্ত্ব।

যতটুকু চেষ্টা
ততটুকু আমি,
যতটুকু কষ্ট
ততটুকু জানি,
কেযে বলেছিল
জ্ঞানেই পাই,
সেকি দেখেছিল
কিসে নাই,
জ্ঞান যে ফোটে
চেষ্টার গুণে,
তবু চেষ্টা থাকে
জ্ঞানের মনে;

নিবেদন

জ্ঞান যে বয়ে চলে
চেষ্টার বক্ষে,
প্রেমে প্রেমে
সুখে দুঃখে ;
তারে দেখে তুমি
মোহিত হও,
তার প্রাণের প্রাণে
ভুলিয়া যাও ;
গন্ধ জানায়
বায়ুর কথা,
তবুও গন্ধ
বায়ুর ব্যথা।

৩রা ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্ণ ১১।০টা,
লালবাগ

৮৯

আবর্ত্তন।

দিনের পর দিন
আর মাসের পর মাস
ঘুরে আসে বৎসর
বার মাস ;
আলো কত শত
তারায় তারায়
মনের ব্যাথা কত
কথায় জানায়,
গভীর সাগর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে
আপনা পেয়ে যায়
গেয়ে গেয়ে ;

নিবেদন

পুষ্প ফোটে
প্রতি তবকে তবকে,
সঙ্গীত গান যায়
আপনা ডেকে ;
নেচে নেচে চারিদিকে
আপন চক্রে
ঘুরে চলে পৃথ্বী
ঘূর্ণাবর্ত্তে ;
কত কত কাজে
কত সুখে দুঃখে
আপনা পাই আমি
আপন বক্ষে।

৩রা ফাল্গুন, দ্বিপ্রহর,
লালবাগ।

৯০

লীলা।

শত বর্ষ ব্যবধানে জনমের ছায়া
মরণ হইয়া পড়ে সময়ের পটে ;
তাই দোঁহে থাকে এক সাথে, দেবতার
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাবে আপনা দেখায়.
এর মাঝে কত শত মৃত্যু আছে দুঃখ
কষ্ট হয়ে, শতেক জনম আবরিয়া
যায় যেন ছায়ার মতন, রজনীর
আঁধার যেমন উজলিয়া তোলে শত
তারার জনম ; অই যে মৃত্যুরে তুমি
পাবে একদিন, সে কি থাকে সেথা তব

নিবেদন

আবদ্ধ হইয়া, সমস্ত জীবন খানি
আপন কালিমা দিয়া দিয়াছিল যেন
নিজে আঁধারে লেপিয়া, তাই ত জন্মের
আলো শত শান্তি আনন্দের নির্ঝরিণী
হয়ে, চলিতে চলিতে পেরেছিল ধীরে
ধীরে ফুটিয়া উঠিতে ; যত আলো যায়
তত ছায়া সরে যায়, তত আলো সারা
পথ উজলিয়া যায়, শেষের সে দিনে
সূর্য্যালোকে আলো ছায়া দোঁহে মিশে গেল ;
ছায়ারে লইয়া তবে আলোর আলোক,
তাইত নিশারে চেয়ে দিনের পুলক ;
মৃত্যু আবরিয়া দেয় জনম আলোক,
তাইত জনম নিজে ক্রমশঃ ফুটায় ;
জনম মৃত্যুর এই রাসলীলা মাঝে
তাইত অনন্ত দেব আপনি বিরাজে।

৩রা ফাল্গুন, অপরাহ্ণ ৩।০টা,
লালবাগ

৯১

আশা

শুষ্ক হয়ে আমি যদি ছুটে যাই তোমা
থেকে কভু, দারুণ উত্তরানিল দেয়
যদি শিহরিয়া সকল শরীর, জীর্ণ
দেহ পাণ্ডুকায় শত অভিশাপে যদি
হয়গো লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হইগো যদি
স্বাধীনতা ধনে, যে দিকের বায়ু আসে
তার বশে সেই মত তাহার তরঙ্গে
যদি ভেসে ভেসে যাই, আঁকড়িয়া দৃঢ়
ভাবে নারি যদি কিছু ধরিবারে, আঁখি
ফিরাইয়া যদি শূন্যময় দেখি আমি
সকল ভুবন, প্রবল বাত্যায় দেখি
যদি সংক্ষুভিত মোর চারিদিক, যাই
যদি উপায় না দেখি কিছু, গরজন
মাঝে আমি আপনি ঘুমায়ে, আঁধারেতে
নিরালা বিবশ হয়ে আকাশে ভাসিয়া ;
মরমে মরিয়া তবু যেন বায়ু-দোলে
যাই আমি দুলিয়া দুলিয়া—আশা নাই—
তবু যেন সুপ্রভাতে জাগিয়া নিরখি
উড়ায়ে মলয় মোরে এনেছে চরণে।

৩রা ফাল্গুন, অপরাহ্ন ৪-১০,
লালবাগ।

৯২

হারা।

এসেছিনু যেন আমি
কি কথা জানাতে,
কি কথা জানাল কণ্ঠ
কি কথা কহিতে
যাব বলে কোথা যেন
গেছিনু চলিতে,
জড়াল চরণ মোর
সরমে চকিতে ;
আঁখি যেন চেয়েছিল
কোথা ফিরাইতে,
লাজে যেন ফিরে গিয়ে
নামিল নিভৃতে ;

কারে প্রেমে চায় যেন
অধর চুমিতে,
ধীরে ধীরে নিভে গেল
কাঁপিতে কাঁপিতে ;
লতা যেন চায় কার
গলে জড়াইতে,
সহসা লোটায়ে কেন
পড়িল ভূমিতে ;
ভাব চায় আপনারে
ফুটায়ে তুলিতে
কথা কেড়ে নেয় তারে
আপনার পথে।

৩রা ফাল্গুন, অপরাহ্ন ৫টা,
লালবাগ।

৯৫

নীরবে

অশ্রু ছিল সকল গায়ে
নীরব ছিল বাণী,
নিশার বাসে ঢাকা ছিল
সকল ভুবন খানি ;

মুখের বসন সরিয়ে দিয়ে
সূর্য্য এল ধীরে,
সকল গায়ের হাঁসি দিয়ে
সাজিয়ে নিল কোলে।

ঘুমিয়েছিল যারা তারা
সবাই উঠল গেয়ে,
মায়ের কোলের শিশু জেগে
ছুটল ধেয়ে ধেয়ে ;

উচ্চ উচ্চ ভূধর-শিরে
চরণ রেখে রেখে
আপন তেজে উঠ্‌ল গিয়ে
সুদর বিমান মাঝে ;

নিজের তেজ বেঁটে দিলে
প্রতি বাটে বাটে,
যে যার কাজে ধেয়ে চলে
হাটে মাঠে ঘাটে ;

সকল কাজে দিন কাটিয়ে
সাঁজে নীরব হয়ে
রক্ত চরণ ফেলে গেল
গাছের আড়াল দিয়ে

৩রা ফাল্গুন সন্ধ্যা ৭॥০টা,
লালবাগ ।

৯৪

আকিঞ্চন।

গৌরবরব অনাদিনীরব
সৌম্য সুন্দর হে,
হৃদয় মন্দির নন্দন বন
গন্ধপবন হে,
চঞ্চল চিত বঞ্চিত গতি
শঙ্কিত পথ হে,
অঞ্চল পাশে সঞ্চিত মম
চিত্তপিয়াস হে;
অন্ধ নয়ন বন্ধ দুয়ার
রন্ধ্র নাহিক হে,
তবু চুম্বন দিয়ে সম্বিত মোর
গুঞ্জিত কর হে;
রঞ্জিত কত কুঞ্জকাননে
তাম্বুলরাগলেখা,
বেশী নাহি চায় দীন লাগিয়া
রাখিও চরণ রেখা।

৩রা ফাল্গুন, রাত্রি ৮-২০,
লালবাগ।

৯৫

প্রেমানন্দ।

ইংরেজীপড়া সন্ন্যাসী এক
হেরিনু নগর পথে,
দেখিলাম কত বালকের দল
চলেছে তাহার সাথে;

অঞ্চল কেহ উঠাইয়া দেয়
কেহ মুছে দেয় কাদা,
কোমর জড়ায়ে গলে দিয়ে হাত
ডাকে সন্ন্যাসী দাদা;

নিবেদন

স্নিগ্ধ নয়ন মুগ্ধ বয়ান
গৈরিক তার পর,
কাল কুঞ্চিত চিক্কণ কেশ
চরণ ধূলায় ভরা।

মোর সাথে তার হলে পরিচয়
অধীর ভাবিনু তারে,
দুই কথা কয় ছুটে ছুটে যায়
শিশুদের সাথে সাথে;

সাঙ্খের কথা পাড়িলাম আমি
বিজ্ঞ ভাবিয়া মনে,
প্রকৃতি পুরুষ দুইয়ে কিবা ভেদ
মেলে তারা কোন্ খানে;

বেদান্তের কত বিবিধ প্রস্থান
কিসেরে বলিব বন্ধ,
বুদ্ধ শঙ্করে মিল কোন্ খানে
কোথায় তাদের দ্বন্দ্ব;

দেখিলাম বেশী কথা শিখে নাই
মোটামুটী বোঝে এক,
মনে ভাবিলাম মোর কাছে এর
গোমর হইল ফাঁক;

কহিলাম তারে, সন্ন্যাসী হ
নগরে ফিরিছ কেন,
যাওনা মিথিলা মথুরা দ্বারব
দেখি নাই তোমা হেন

নগরের দেখ কত প্রলোভন
দেখে মনে ভয় হয়,
কি জানি কখন্ কোন্ খানে গি
জড়াইয়া যাবে পায় :

যার তার সনে ভালবাসা যে
সকলের সাথে মিশে,
ভজন পূজন করিবে কখন,
দেবতা পাইবে কিসে ·

এদিকে ওদিকে যত ভালবাসা
ছেড়ে দিতে যদি পার,
তবে যদি শেষে তুমি কোন দিন
ত্যাগী নাম পেতে পার।

হেসে কহে মোর গলা জড়াইয়া,
আমি ভাই এই মত,
আমি কহিলাম, আশা আছে তবু
ধর না একটা পথ।

হেনকালে আমি চেয়ে দেখিলাম
কুষ্ঠী আসিছে এক
গলিত মাংস খসে খসে পড়ে
মাছি করে ভন্‌ভন্‌ ;

ছুটিল মোর সন্ন্যাসী ভায়া
ধরিল তাহার হাতে,
নিজের যত্নে তুলিয়া কুটীর
শোয়াল চাদর পেতে ;

এমনি করিয়া প্রত্যহ দেখি
নিশিদিন তার কাছে,
বেদনার ভয়ে চুষিয়া তাহার
পোকাগুলো দেয় বেছে ;

কেঁদে পায় পড়ে কহিলাম তারে,
দেবতা পাইলে বসি,
সে কয়, সবারে ভাল বাসি যদি
কিসে তবে সন্ন্যাসী !

৪ঠা ফাল্গুন, অপরাহ্ণ ২-৪৯,
লালবাগ।

৯৬

কোকিল।

কবে কোন্ বসন্তের মধুমাখা দিনে
পূরবী পঞ্চম তানে এসেছিলে তুমি,
কথা নাই শুধু ব্যথা অন্তরে তোমার
বুক ফাটাইয়া তাই গাও অনিবার ;
আনন্দে হয়েছে হের সকলে মগন
বিদরিছে হিয়াখানি তোমার কেবল ;
কাল মুখ কি লাগিয়া ফের লুকাইয়া
পাতার আড়ালে কভূ কখন আঁধারে,
কালনিশা হের দিশ আবরিয়া ফেলে
তবু ও আঁধারে লয় দিনমণি কোলে ;
অথবা সবারে বুঝি উপহাস করে
হরষের দিনে দেও বিপদ স্মরায়ে,
যেথা যার ব্যাথা আছে মনে পড়ে যদি
বিষাদের সুখ শুধু সুখ মানবের।

৪ঠা ফাল্গুন, অপরাহ্ণ ৪-৪০,

লালবাগ।

৯৭

স্মৃতি।

তুমি নাই তাই হেথা তোমার পুরোণো
স্মৃতি দেছে মোর হৃদয়ে জাগায়ে, হেরি
যা নয়নে মোর পরশ যা করি, কার
কথা স্বপনের মত দেয় স্মরাইয়ে
মোরে, শুষ্ক হাস্যে শেফালিকা দাঁড়াইয়া
আছে, তবু যেন মনে হয় পুরাতন
কোন্ দিনে এর তলে মিলেছিনু মোরা
দুই জনে, বায়ু আসে দক্ষিণ হইতে
পুরোণো কুসুমশয্যা মনে করে দেয়,
এই তারা এই চাঁদ এই যে আকাশ,
পুরোণো হরষ বুঝি দেয় স্মরাইয়া
নহিলে হরষ কিসে হইবে উদয় ;
কিসলয় লেগে গায় অন্তর পুলকে
শিহরিয়া উঠি বুঝি ছুঁইয়া অলক,
এ বিপুল বিশ্বমাঝে সতত সকলে
ভালবাসি যেন আমি হেন মনে লয়.
কেন ভালবাসি এত কিসের উচ্ছ্বাস,
কি যেন কাহিনী—না-না—কি যেন স্বপন !
এরা সবে মিলে বুঝি চামর ঢুলাত
তোমায় আমায় হত যখন মিলন।

৪ঠা ফাল্গুন, অপরাহ্ণ ৫টা
লালবাগ।

———

৯৮

যাত্রা।

দূর দেশে শুভ কার্য্যে যেতে হবে মোরে
শুভ দিন খুঁজে খুজে করিয়া বাহির
শুভ লগ্নে বসিলাম যাত্রা করিবারে ;
সম্মুখে মঙ্গলঘট আম্রকিসলয়
তাম্রপাত্রে ধান্য দূর্ব্বা রয়েছে সাজান,
ফুল বিল্বপত্র আর কস্তুরী চন্দন
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু রজত কাঞ্চন ;
মাতা করিছেন জপ মস্তকে আমার,
স্নিগ্ধ নেত্রে পিতা মোর দাঁড়ায়ে সম্মুখে
দূর্গা দূর্গা দুর্গা নাম জপেন কেবল ;
চকিতে পুলকে আমি উদাস হইয়া
স্বপনে দেখিনু যেন কোন্ মহাদিনে
কোটি কোটি শশি সূর্য্য তারা লয়ে সাথে
বিপুল আকাশখানি জড়াইয়া গায়ে
চলেছে বিরাট বিশ্ব মহাপ্রয়োজনে,
মোর যাত্রা হয়ে আছে মহাযাত্রা সনে।

৫ই ফাল্গুন, রাত্রি ৮টা,
কলিকাতা।

কলিকাতা, ২৪নং মিডিল রোড, ইটালী, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীকুসুমকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।